NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ স্বপ্নদীপও হয়তো এমন একটা আন্দোলনরত দিনের দাবীদার

অবসরের গুঞ্জন উড়িয়ে ২০১৮ অলিম্পিকে খেলতে চান স্মিথ ৮

কলকাতা ২২ অগস্ট ২০২৪ ৫ ভাদ্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.8.2024, Vol.18, Issue No. 73 8 Pages, Price 3.00

পড়ুয়াদের দাবি মেনে বদলি আরজি করের চার কর্তাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিনভর বিক্ষোভের পর অবশেষে আন্দোলকারীদের দাবি মেনে নিল স্বাস্থ্য ভবন। বদলি করা হল আরজি করের চার আধিকারিককে। বদলি হওয়া আধিকারিকদের মধ্যে রয়েছেন হাসপাতালের সুপার, অতিরিক্ত সুপার, সদ্য দায়িত্বে আসা অধ্যক্ষ এবং চেস্ট মেডিসিনের প্রধান। নতুন অধ্যক্ষ করা হয়েছে ডাঃ মানস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বুধবার সিজিও কমপ্লেক্স থেকে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করেছিলেন আরজি করের আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা। তাঁদের প্রতিনিধিদল স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে স্মারকলিপিও জমা দেয়। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, আরজি করের বর্তমান অধ্যক্ষ সুহৃতা পাল এবং সুপার বুলবুল মুখোপাধ্যায়-সহ চার আধিকারিককে সরাতে হবে। সেই দাবি মেনে নিয়ে বুধবার রাতে হাসপাতালের চার কর্তাকে বদলির সিদ্ধান্ত নেয় স্বাস্থ্য ভবন। মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর চাপে পড়ে আরজি করের অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। এর পরেই সন্দীপকে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ করে স্বাস্থ্য ভবন। সেই একই সময়েই সুহৃতাকে আরজি করের অধ্যক্ষ করা হয়। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের দাবি, দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে সেই ভাবে হাসপাতালমুখো হননি নতুন অধ্যক্ষ! বুধবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের সময় তা নিয়ে ক্ষোভও উগরে দেন আন্দোলনকারীরা। আরজি কর-কাণ্ডের পর সুপার পদ থেকে সরানো হয়েছিল সঞ্জয় বশিষ্ঠকে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বুলবুলকে। এ বার তাঁকেও সরানো হল। মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর

হাসপাতাল থেকে যিনি বাড়িতে ফোন করে আত্মহত্যার কথা বলেছিলেন বলে অভিযোগ ছিল, সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকেও বদলি করা হল। এ ছাড়া নিহত চিকিৎসক যে বিভাগে কর্মরত ছিলেন, সেই চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধান অরুণাভ দত্ত চৌধুরীকেও বদলি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার আরজি করের চার আধিকারিককে সরালেও এখনই কর্মবিরতি তোলা হবে না বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপকে নিয়ে নির্দেশিকায় কী লেখা থাকছে, তার উপর সব কিছু নির্ভর করছে। আন্দোলনকারী পড়ুয়া মহম্মদ আহমেদ লস্কর বলেন, 'আমাদের দাবি, সন্দীপ ঘোষকে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদ থেকেও সরাতে হবে। এটা নিশ্চিত করতে হবে, উনি যাতে ভবিষ্যতে কোনও প্রশাসনিক কাজে যোগ দিতে না পারেন। এটা যতক্ষণ না হচ্ছে, কর্মবিরতি চলবে।'

উল্লেখ্য, তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার প্রতিবাদ চলছেই। বুধবার পথে নামেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এদিন বেলা ১২টার সময় তাঁরা সিজিও কমপ্লেক্সের সিবিআইয়ের সদর দপ্তরের সামনে জমায়েত করেন। সেখান থেকে মিছিল করে স্বাস্থ্যভবনে যান। সেখানে ডেপুটেশন জমা দেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁদের অভিযোগ, আরজি করের নতুন অধ্যক্ষের দেখা নেই। স্বাস্থ্যভবনে বসেই কাজ চালাচ্ছিলেন তিনি। এবার পড়ুয়াদের দাবি অনুযায়ী সরানো হল আরজি করের চার কর্তাকে।

আজ দ্বিতীয় শুনানি, স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা পড়বে সুপ্রিমে

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যামামলার তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে আজ সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়বে স্ট্যাটাস রিপোর্ট। মঙ্গলবারই মামলার প্রথম শুনানিতে শীর্ষ আদালতের একগুচ্ছ প্রশ্নের মুখে পড়েন দুঁদে আইনজীবীরা। কেন প্রথমে আত্মহত্যা বলা হল, কেন এফআইআর দায়ের করতে এত দেরি, নির্যাতিতার

রাজ্যের থেকেও রিপোর্ট তলব

প্রধান বিচারপতি জানতে চান, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করা হয়েছে কি না। জবাবে রাজ্য জানায়, তাঁকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানায় রাজ্য। হাসপাতাল ভাঙচুরের ঘটনায় কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা নিয়েও এদিন রিপোর্ট দেবে রাজ্য। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও মঙ্গলবার কড়া ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। এদিনের শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সওয়াল করেন, ডিআইজি-কে অবিলম্বে অপসারিত করতে হবে। এছাড়া আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকদের আন্দোলনে মাঝরাতে যে হামলা ঘটল, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কারা চালাল হামলা? তা নিয়ে তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশ। তার স্ট্যাটাস রিপোর্টও চেয়েছে শীর্ষ আদালত।

নাম-ছবি কীভাবে প্রকাশ্যে এল? কেনই বা হাসপাতালে ডাক্তারদের জন্য ন্যূনতম আলাদা বিশ্রামকক্ষ থাকবে না? মঙ্গলবার শুনানির শুরুতেই এমন সব প্রশ্ন তোলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। আজ স্ট্যাটাস রিপোর্ট চাওয়ার পাশাপাশি মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানিও রয়েছে আজ।

পোল্যান্ড সফরে প্রধানমন্ত্রী

ওয়ারশ, ২১ অগস্ট: দু-দিনের সফরে পোল্যান্ডে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দীর্ঘ ৪৫ বছর পর প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পা পড়ল সেদেশে। রাজধানী ওয়ারশর বিমানবন্দরে নামতেই রাজকীয় অভ্যার্থনা জানানো হয় নমোকে। ভারত-পোল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭০ বছর উদযাপন করবেন মোদি। বুধবার ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ ওয়ারশর বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদির বিমান। সেখানে তাঁকে উষ্ণ অভ্যার্থনা জানানো হয়। নমো পোল্যান্ডে যাওয়ায় উচ্ছ্বসিত সেদেশের প্রবাসী ভারতীয়রাও। হোটেলে তাঁকে স্বাগত জানান সকলে। তাঁদের পোশাকেও ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া।

নাম ও ছবি মোছার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডের নির্যাতিতা এবং নিহত চিকিৎসকের ছবি এবং নাম-পরিচয় সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার ঘটনা নিয়ে এ বার তৎপর হল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সমস্ত সমাজমাধ্যম (সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম) এবং বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম থেকে নিহতের নাম, ফটোগ্রাফ এবং ভিডিও ক্লিপিংস-সহ সমস্ত 'পরিচয় চিহ্ন' দ্রুত অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেসের লালবাজার অভিযান ঘিরে তুমুল উত্তেজনা, ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে কংগ্রেসের 'লালবাজার অভিযান' ঘিরে উত্তেজনা। বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ কলেজ স্কোয়্যার থেকে মিছিল শুরু হয়। কিন্তু মিছিল ফিয়ার্স লেন ধরে লালবাজারের দিকে এগোনোর সময়েই সেটিকে বাধা দেয় পুলিশ। ব্যারিকেড করে আটকে দেওয়া হয় মিছিল। পুলিশি বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন কংগ্রেস কর্মীদের একাংশ। এর পরই শুরু হয় উত্তেজনা। পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশকর্মীরাও আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। বেশ কয়েক জন কংগ্রেস কর্মীকে আটক করে পুলিশ। আব্দুল মান্নান, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অমিতাভ চক্রবর্তী, মিতা চক্রবর্তী, সন্তোষ পাঠক, রোহন মিত্র-সহ আরও অনেককে আটক করা হয়েছে। তাঁদের পুলিশের ভ্যানে তুলে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় বলে সূত্রের খবর।

কংগ্রেসের এই মিছিলের বিষয়ে গত কয়েক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। তবে দলের বড়বাজার সংগাঠনিক জেলার তরফে মঙ্গলবার এই মিছিলের কথা ঘোষণা করা হয়। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে ও পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে এই 'লালবাজার অভিযান'-এর ডাক দিয়েছিল তারা। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে কলেজ স্কোয়্যার থেকে লালবাজারের দিকে এগোতেই ফিয়ার্স লেনে সেটিকে বাধা দেয় পুলিশ। কংগ্রেস কর্মীরা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। বেশ কয়েক জন নেতা-কর্মীকে পুলিশের ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাকি নেতা-কর্মীরা রাস্তার উপরে বসেই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামলাতে মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশকর্মী। ছিলেন আইপিএস পদমর্যাদার আধিকারিকেরাও। পুলিশের তরফে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হয়। পুলিশের তরফে বোঝানোর চেষ্টা হয় যে, মিছিল এগোতে দেওয়া যাবে না। এর পরও কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকেরা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন। তাঁরা রাস্তায় বসেই বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। পুলিশ তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে রাস্তা ফাঁকা করতে প্রিজন ভ্যানে তোলে।

চলছে ধর্না, আজ স্বাস্থ্য ভবন ঘেরাও অভিযান বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডকে হাতিয়ার করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি-সহ স্বাস্থ্য ভবন থেকেই একাধিক বেনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে এই অভিযোগকে সামনে রেখেই বৃহস্পতিবার সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করে ঘেরাও করার কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। এদিকে বুধবার থেকেই আরজি করের ঘটনাকে সামনে রেখে আন্দোলনের ঝাঁঝ যে বাড়াচ্ছে পদ্ম শিবির তা স্পষ্ট। আরজি কর ইস্যুকে হাতিয়ার করে বুধবার থেকে পাঁচ দিন ধর্না অবস্থানে বসতে চলেছে বঙ্গ বিজেপি। শ্যামবাজার এক নম্বর মেট্রো স্টেশন গেটের সামনে রাজ্য বিজেপির এই ধর্না অবস্থান প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। এদিকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব বার্তা দিয়েছেন, 'বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে রাস্তায় নামছে।' শ্যামবাজারে যেখানে বুধবার থেকে অবস্থান শুরু হয়েছে সেখানে কয়েকদিন আগে মঞ্চ বাঁধা হলে পুলিশ সেই মঞ্চ ভেঙে দেয় বলে অভিযোগে সরব হয়েছিল রাজ্য বিজেপি শিবির। পুলিশি বাধা উপেক্ষা করেই বিজেপি তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ায় অনড় থাকলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বেশ কয়েকজনকে পুলিশের পক্ষ থেকে আটক করা

হয়েছিল। এরপরই বিজেপি শিবিরের পক্ষ থেকে শ্যামবাজারে ধর্না অবস্থান করার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে আদালত মঙ্গলবার শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয়। আরজি কর ঘটনাকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া হয়। রাস্তা অবরোধ থেকে একাধিক বিক্ষোভ মিছিলের পর এবার টানা পাঁচ দিন ধর্না আন্দোলন কর্মসূচিতে নামতে চলেছে গেরুয়া শিবির।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশেই আরজি করে সিআইএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সাফ জানিয়ে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। নির্দেশ পাওয়ার পরই বুধবার সকাল নটায় হাসপাতালে হাজির হয় সিআইএসএফের ডিআইজি। ইতিমধ্যে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। বৈঠক সেরে বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন পদস্থ কর্তা। সাফ জানিয়ে দেন, 'আমাদের এখন কাজ করতে দিন। কাজ শেষ হলে বিস্তারিত তথ্য দেব।'

নেতৃত্বে ছিলেন বাহিনীর ডিআইজি কে প্রতাপ সিং। তার পরই লালবাজারে যান তাঁরা। পুলিশের উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে দলটি। বুধবার থেকেই সিআইএসএফ দায়িত্ব নিল কি না তার কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি। সূত্রের খবর, লালবাজারে গিয়ে আরজি করের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েই কথা বলেছেন সিআইএসএফের ডিআইজি।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। কী ভাবে হাসপাতালে ভাঙচুর হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুলিশের ভূমিকাতেও উষ্মা প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। নির্দেশনামায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ উল্লেখ করেছে, ওই ভাঙচুরের ঘটনার পর অনেক রেসিডেন্ট চিকিৎসক তাঁদের কর্মস্থল ছেড়েছেন। হাসপাতালের হস্টেলগুলিতে মাত্র ৩০-৪০ জন মহিলা চিকিৎসক এবং ৬০-৭০ জন পুরুষ চিকিৎসক রয়েছেন। ইন্টার্ন, রেসিডেন্ট ডাক্তার ও সিনিয়র চিকিৎসকেরা যাতে কর্মস্থলে ফিরতে পারেন, তার জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিল শীর্ষ আদালত।

এরপরই সুপ্রিম কোর্ট আরজি করে নিরাপত্তার দায়িত্ব সিআইএসএফ বা সিআরপিএফের হাতে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ সিআইএসএফ কিংবা সিআরপিএফ জওয়ান মোতায়েন করার কথা বলে। তার পরই বুধবার সিআইএসএফের ডিআইজি আরজি কর ঘুরে দেখেন। কথা বলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

রাজ্য পুলিশে কিছু উচ্চপদে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের উচ্চপদে রদবদল। আইপিএস জাভেদ শামিম বর্তমানে এডিজি আইবি পদের পাশাপাশি রাজ্যের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর সিকিউরিটি পদেও আছেন। এবার অ্যান্টি কোরাপশপন ব্রাঞ্চে অতিরিক্তি দায়িত্বও দেওয়া হল তাঁকে। প্রসঙ্গত, এই অ্যান্টি কোরাপশপন ব্রাঞ্চে অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন আইপিএস আর রাজাশেখরন। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হল জাভেদ শামিমকে। অন্যদিকে, রাজ্যপালের এডিসি পদ থেকে সরানো হল আইপিএস মনীশ জোশিকে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের বিধাননগর ডিভিশনের অতিরিক্ত ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন তিনি। আর রাজ্যপালের এডিসি পদ দেওয়া হল আইপিএস শান্তি দাসকে। তিনি ছিলেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

উল্লেখ্য, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সম্প্রতি দুর্নীতির মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশের বিশেষ দল বা সিট এই মামলার তদন্ত করবে। তবে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। অ্যান্টি কোরাপশন ব্রাঞ্চে সেই অভিযোগ দায়ে করা হয়েছিল। সেই সময় ওই বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন আইপিএস রাজাশেখরন। তবে সেই সময় অভিযোগ পাঠিয়ে দেওয়া হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিবের কাছে। অভিযোগ আসার পরও সেই সময় অ্যান্টি কোরাপশন ব্রাঞ্চ কোনও মামলা রুজু করেনি, তদন্তও করেনি বলে অভিযোগ। সেই এসিবি-তেই এবার দায়িত্ব পেলেন জাভেদ শামিম।

সন্দীপের বয়ানে মিসিং লিঙ্ক খুঁজছে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ষষ্ঠ বার সিজিওতে হাজিরা দিলেন সন্দীপ ঘোষ। সিবিআই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বয়ানে একাধিক ক্ষেত্রে অসঙ্গতি রয়েছে। এখনও অনেক ক্ষেত্রে মিসিং লিঙ্ক রয়েছে সন্দীপের বয়ানে। তবে জানা যাচ্ছে, সিবিআই-এর কাছে সন্দীপ ঘোষ দাবি করেছেন, তিনি কোনও অন্যায় করেন নি। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার আগে থেকেই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। এই প্রসঙ্গ উঠতে সন্দীপ ঘোষ দাবি করেছেন, তিনি কোনও অনিয়ম করেননি। অভিযোগ ওঠে, তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পরে হাসপাতালের পক্ষ থেকে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতেই অনেকটা দেরি হয়। কেন এতটা দেরি হল, সন্দীপ ঘোষকে সেই প্রশ্নই করেন সিবিআই তদন্তকারীরা। সিবিআই সূত্রে খবর, সন্দীপ ঘোষ দাবি করেছেন, উপর মহলের নির্দেশের অপেক্ষায় প্রথমে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। সবুজ সঙ্কেত আসতেই অভিযোগ জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ওই তরুণী চিকিৎসককে যে হত্যা করা হয়েছে, খালি চোখে দেখেই তা বোঝা যাচ্ছিল বলে সিবিআইকে জানিয়েছেন একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী। এদিকে সন্দীপ ঘোষ নিজে অভিজ্ঞ চিকিৎসক হয়ে কেন এই বিষয়টি বুঝতে পারলেন না, সন্দীপ ঘোষকে সেই প্রশ্নও করেন সিবিআই কর্তারা। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সন্দীপ ঘোষ দাবি করেছেন, 'খারাপ খবরটা পাওয়ার পর নিয়ম মেনে যা যা করার সব করেছি। কোনও প্রমাণ লোপাট হয়নি।' ঘটনার পর পরিবারের তরফ থেকেও দাবি করা হচ্ছে, হাসপাতালের তরফ থেকে ফোন করে প্রথমে বলা হয়েছিল, তাঁদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। যা নিয়ে চরম বিতর্ক তৈরি হয়। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করে।

চিকিৎসকদের সামনে পুলওয়ামা নিয়ে প্রশ্ন রাখলেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসকদের ধরনা থেকে কাজে ফেরাতে এবং হাসপাতালে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এবার পুলওয়ামা নিয়ে প্রশ্ন রাখলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, সেনা সদস্যরা চিকিৎসকদের মতো ন্যায়বিচার চেয়ে ধর্মঘট করতেন, তাহলে কী হত তা নিয়েই এদিন প্রশ্ন করেন তিনি। সঙ্গে এও জানান, নোট বাতিলের সময়, নতুন নোট তোলা ও পুরোনো নোট জমা দেওয়ার লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল নাগরিকদের। বহু মানুষ অসুবিধার মুখে পড়েছিলেন। অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল। সেই সময় বিজেপির নেতারা, এমনকি কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও সিয়াচেনের উদাহরণ দিয়েছিলেন। সিয়াচেনের প্রতিকূল পরিবেশে সেনা জওয়ানরা দেশকে সুরক্ষা দিচ্ছেন। সেই কথা মাথায় রেখে, দেশের মানুষকে দেশের স্বার্থে নোট বাতিলের যন্ত্রণা সহ্য করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁরা। এদিন অনেকটা সেই ধাঁচেই আন্দোলনরত চিকিৎসকদের পুলওয়ামা কাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'চিকিৎসকদের কর্মবিরতি তোলার অনুরোধ-সহ প্রশ্ন , পুলওয়ামার ঘটনার এখনও ন্যায়বিচার হয়নি। তাই, পুলওয়ামায় 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' বলে জওয়ানরা যদি সীমান্ত ছেড়ে এসে ধরনায় বসেন, সেটাকে কীভাবে দেখবেন?'

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের কনভয়ের উপর জঙ্গি হামলা হয়েছিল। একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে সিআরপিএফ-এর কনভয়ে ধাক্কা মেরেছিল জঙ্গিরা। চল্লিশ জন সিআরপিএফ কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। এর দুই সপ্তাহের মধ্যে, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বালাকোটে, জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠীর এক প্রশিক্ষণ শিবিরে হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। নির্মূল করে দেওয়া হয়েছিল ওই ঘাঁটি।

তবে, সেই ঘটনার সঙ্গে তিলোত্তমা কাণ্ডের প্রেক্ষিতে চলা দেশব্যাপী চিকিত্সকদের আন্দোলনের কোনও তুলনা হয় কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। চিকিৎসকদের কাজে ফেরার অনুরোধ করলেও, কর্মস্থলে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের মতো স্বাস্থ্য পরিষেবা দানকারীদের বিরুদ্ধে হিংসা প্রতিরোধ এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, একটি ১০ সদস্যের জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এরই মধ্যে কুণাল ঘোষ এই মন্তব্য করলেও এটা ঠিক যে তিলোত্তমা কাণ্ড নিয়ে আপাতত ব্যাকফুটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। সরকার যেভাবে এই ঘটনার তদন্ত পরিচালনা করেছে, তা ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্টও রাজ্য সরকার ও রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তার আগে গত মঙ্গলবার, এই মামলার তদন্ত ভার সিবিআই-কে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট।

আরজি কর-কাণ্ডে পথে নামলেন সৌরভ, পা মেলালেন কন্যা সানাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিচার চেয়ে পথে নামলেন নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারের দাবিতে পা মেলালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা সানা গঙ্গোপাধ্যায়ও। বুধবার দীক্ষা মঞ্জরীর পদযাত্রায় না থাকলেও মিছিল পরে সকলের সঙ্গে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন সৌরভও।

নাচের স্কুল দীক্ষা মঞ্জরী থেকে ছাত্রীদের নিয়ে বেহালা ব্লাইন্ড স্কুল পর্যন্ত পদযাত্রা করেন ডোনা। আবার সেখান থেকে বিচারের দাবি জানাতে জানাতে তাঁরা ফিরে আসেন নাচের স্কুলে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই হল পদযাত্রা। বৃষ্টিতে ভিজে পা মেলালেন সানাও। পদযাত্রা থেকে আরজি কর-কাণ্ডের দ্রুত বিচার এবং দোষীদের শাস্তির দাবিও তুললেন তাঁরা।

ডোনা বলেন, "আমাদের প্রতিবাদ ধর্ষণের বিরুদ্ধে। আমাদের নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতে হবে।" সানা বলেন, "আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে বিচারের দাবিতে। দোষীদের এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে, আর কেউ এ রকম করার কথা ভাবতেও না পারে।"

এ দিনের প্রতিবাদ মিছিলে ডোনা, সানা-সহ সকলে কালো পোশাক পরেছিলেন। প্রবল বৃষ্টিও পদযাত্রার গতি রোধ করতে পারেনি। মনে করা হয়েছিল, স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলাতে পারেন সৌরভ। তিনি পদযাত্রায় না থাকলেও পরে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদে শামিল হন।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নিজের বাড়ির সামনে মোমবাতি জ্বেলে বিচার চাইলেন ডোনা গাঙ্গুলী।

প্রতিবাদে শামিল 'কাশ্মীর ফাইলস' ছবির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার রাস্তায় হাঁটলেন 'কাশ্মীর ফাইলস' ছবির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। বুধবার মৌলালি থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলে পা মেলান তিনি। 'খোলা হাওয়া' নামে এক সংগঠনের মিছিলে পা মেলানোর পাশাপাশি এদিন তিনি প্রশ্ন তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়েও।

গত ৯ অগাস্ট আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। তদন্ত প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে হাসপাতালে ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টেও প্রশ্নের পর প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্যকে। বলিউডের পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর মুখে শোনা গেল নতুন করে সেই সব প্রশ্নই।

এর পাশাপাশি বিবেক অগ্নিহোত্রী এদিন এও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বাইরে বেরিয়ে এসে বলুক, রাজ্যের সব মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁর। মহিলাদের ওপর কোনও রকমের অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না। কিন্তু তা করা হচ্ছে না।' এরই পাশাপাশি অগ্নিহোত্রী এও বলেন, 'এই সরকার অপরাধী আর

দুর্নীতিবাজদের ব্যবহার করছে শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের জন্য।' এরই পাশাপাশি সন্দীপ ঘোষের একগুচ্ছ প্রশ্ন, 'ট্রান্সফার কেন হল? কেন সুইসাইড বলা হল? কেন সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হল?' এই প্রসঙ্গেই তাঁর দাবি, রাজ্য ব্যর্থ হয়েছে। তদন্ত করতে পারেনি। তাই আজ সিবিআই-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিচালক বলেন, 'বাংলার সব মানুষের উচিৎ রাজনীতির উর্ধ্বে গিয়ে বদল চাওয়া। বদল চাই বদল।' এদিন 'খোলা হাওয়া' নামে ওই সংগঠনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী, কৌস্তভ বাগচি ছাড়াও আরও অনেকেই।

আগামী বছর থেকে বদল হতে পারে রাজ্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সিলেবাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সিলেবাস আগামী বছর থেকে বদল হতে চলেছে। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তবে এই বছর পুরোনো সিলেবাসেই পরীক্ষা হবে বলে জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৪ জুলাই পরীক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বদল আনার কথা বলা হয়েছিল। এই সব বদল গুলোই ২০২৫ থেকে কার্যকরী হবে। পরিবর্তিত সিলেবাস খুব শীঘ্রই ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে মোট ২০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে। লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও পার্সোনালিটি টেস্ট দিতে হবে পরীক্ষার্থীদের। চলতি বছর আগামী ১৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস এক্সিকিউটিভ পরীক্ষার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে।

আরজি কর কাণ্ডে ভাটপাড়ায় মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: থেমে নেই প্রতিবাদের ঝড়। দিন যতই এগোচ্ছে, প্রতিবাদীদের কন্ঠস্বর ততই জোরালো হচ্ছে। স্লোগান একটাই, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। কোথাও কোথাও মিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগেরও দাবি উঠছে। আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে বুধবার সন্ধেয় ভাটপাড়া বলরাম সরকার ঘাট কালি মন্দির থেকে মিছিল করেন প্রতিবাদীরা। ঘোষপাড়া রোড ধরে সেই মিছিল কাঁকিনাড়ার কাছারী রোড মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলেন প্রতিবাদীরা। মিছিলে যোগ দেওয়া মহিলারা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও

মহিলা খুনের বিচার দিতে উনি ব্যর্থ। ওনার অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।' অপরদিকে মিছিলে যোগ দিয়ে অধ্যাপক উত্তম অধিকারী বলেন, 'সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে। দোষীরা নিশ্চয়ই ধরা পড়বে এবং কঠোর সাজা পাবে।' তাঁর দাবি, ঘটনার নেপথ্যে বড় চক্র জড়িত আছে। তাঁর কথায়, সিবিআইয়ের ওপর আস্থা রাখতে হবে। তাহলেই দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে।

ইঞ্জিনিয়ার ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর ছাত্র ছাত্রীদের মিছিল ধর্মতলায়।

আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীরা বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে স্বাস্থ্য ভবন পর্যন্ত মিছিল করলেন।

পালিত হল রঙ্গবঙ্গ নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি হাওড়া ভোলাগিরি কলা মন্দির মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির আর্থিক সহায়তায় হাওড়ায় নাট্য উৎসব আয়োজিত হল। দু'দিন ধরে রঙ্গবঙ্গ নাট্য উৎসব বিপুল উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। দুদিনে মোট ছটি নাটক মঞ্চস্থ হয়, যার মধ্যে আয়োজক সংস্থা হাওড়া নাট্যজন প্রযোজিত একটি নাটকও ছিল। প্রথম দিনে হাওড়া থিয়েটার উইংসের পরিচালক বিপ্লব সরকার প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা করেন। সঙ্গে ছিল বেহালায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর এবং তরাশ টুডুর রবীন্দ্রনৃত্যে। প্রথম দিনে প্রথম দর্শনে ছিল হাওড়া থিয়েটার উইংস প্রযোজিত হাসির নাটক 'কিডন্যাপ কেলেঙ্কারি'। নাটকটি পরিচালনা করেন বিপ্লব সরকার। দ্বিতীয় দর্শনে যাদবপুর দলমাদল প্রযোজনা করেন 'মামলা' নাটকটি পরিচালনা করেন বহ্নি। তৃতীয় নাটক রুপণ হাওড়া প্রযোজিত প্রবীর ঘোষাল নির্দেশিত মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বহু প্রশংসিত নাটক 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

নাট্যোৎসবের শেষে সমস্ত নাট্যদল এবং নাট্যপ্রেমী মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হাওড়া নাট্যজনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতি মৌসুমী সাউ। তিনি বলেন, 'এইভাবে যদি নাট্য প্রেমী মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়ান আগামী দিনে আমরা আরও বড় করে এই নাট্যোৎসব পালন করতে সক্ষম হবো।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৩২ নং এফিডেভিট বলে Pradip Mondal S/o. Rampada Mondal ও Pradip Mandal S/o. R. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬০ নং এফিডেভিট বলে Subhash Biswas S/o. Bhupal Chandra Biswas ও Subhash Biswas S/o. Bhupal Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৪৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipak Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biswanath Mukherjee ও Lt. Biswanath Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে Manasa Pakhira S/o. Haru Pakhira ও Monosha Pakhira S/o. Lt. H. Pakhira সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Dilip Polen S/o. Mohan Polen ও Dilip Pollan S/o. Mohan Pollan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১১৪১ নং এফিডেভিট বলে Buddhadeb Bhattacharya S/o. Rabindra Nath Bhattacharya ও Buddhadeb Bhattacharjee S/o. R. N. Bhattacharjee সাং 131/A, ঠাকুরবাটী স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৭৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Seikh Maniruddin (old name) S/o. Sekh Nasraf Ali R/o. Digha, Pandua, Hooghly, 712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Mahiruddin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Seikh Maniruddin & Sekh Mahiruddin S/o. Sekh Nasraf Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১১৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Bratin Dutta (old name) S/o. Bidhan Chandra Dutta R/o. E-1/5, Riverview Apartment, Strand Road, Babuganj, Hooghly, Chinsurah, Hooghly– 712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bratin Datta (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Bratin Dutta & Bratin Datta S/o. Bidhan Chandra Dutta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Utsab Dutta.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা হলদীপাড়া ও গয়েশ গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ (রেজি নং-৩১১ (এন) তাং- ১২/০৫/১৯৬৪) গ্রাম+পোষ্ট: হলদীপাড়া, নদীয়া এর সকল/ সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে উক্ত সমিতির ১২ জন পরিচালক মন্ডলীর (যার মধ্যে ৯ জন অসংরক্ষিত আসন, ১ জন তপশিলী জাতি ও উপজাতি ও ২ জন মহিলা সংরক্ষিত আসন) নির্বাচন আগামী ১৫/০৯/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে সমিতির অফিসে নির্বাচন সূচি প্রকাশিত হবে ২১/০৮/২০২৪ তারিখে, যা বিজ্ঞাপনের অংশ হিসাবে গন্য হবে। আগ্রহী সদস্য / সদস্যা ২৩-০৮-২০২৪ এর পূর্বে সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

স্বা/- 05/08/2024
সরকারী রিটার্নিং অফিসার
(হলদীপাড়া ও গয়েশ গ্রাম পঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

// জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন ২য় আদালত চুঁচুড়া //
টি এস নং- ৫৬/২০২১
সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস..... ... বাদী
(বনাম)
বরুন নিয়োগী দীং .... বিবাদী

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলীর অন্তর্গত,পোলবা থানার অধীন পাউনান এর বাসিন্দা, সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, পিতা মৃত ঋষিকেশ বিশ্বাস ও অন্যান্যরা জেলা-হুগলীর অন্তর্গত পোলবা থানার অধীন মির্জাপুর, সোয়া, গোয়ালপাড়া, সারাংপুর, ইচ্ছাপুর, আমনান, খাটনী পাউনান বেলেডাঁঙ্গা, গোল, গোয়ালজোড়, গোয়া, মৌজার সম্পত্তি লইয়া জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন-২য় আদালত চুঁচুড়াতে বিভাগ বণ্টন প্রার্থনায় **(১) মতিলাল নিয়োগী, (২) মৃত্যুঞ্জয় নিয়োগী**, উভয়ের পিতা- নিমাই নিয়োগী, সাং- ৫৩/১০ ধর্মতলা লেন চৌধুরী পাড়া, পোঃ ও থানা -শিবপুর, জেলা-হাওড়া, পিন - ৭১১১০২, **(৩) স্বপন নিয়োগী**, পিতা- অজ্ঞাত, সাং-রজিপুর, পো: ও থানা- সোনারপুর জেলা-দক্ষিন ২৪ পরগণা, পিন – ৭০০১৫০, **(৪) গৌতম নিয়োগী**, পিতা – নিমাই নিয়োগী, **(৫) শ্রীমতী গোপা ঘোষ**, স্বামী- অজ্ঞাত, পিতা-নিমাই নিয়োগী, উভয়ের সাং- সত্যম রেসিডেন্স, ৪২৬ শরৎ সরনী, ওলাইচণ্ডীতলা, থানা- চুঁচুড়া, পো: ও জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩ **(৬) শ্রীমতী দিপালী** ঘোষ, স্বামী- পরেশ ঘোষ, হাল সাং- গ্রাম ও পো:-মাদরাল, থানা -জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, সাবেক সাং- গ্রাম ও পোঃ পাউনান, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২৩০৫ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ৫৬ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। যদি উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারো কোন বক্তব্য বলিবার থাকে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মারফৎ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে - ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় বর্তমান মোকর্দ্দমাটি আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

বাদীগনের পক্ষে নিযুক্তীয়
অয়ন দত্ত (উকিল বাবু)

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রীচরণ সিং (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন
২য় আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা

মৌজা ঃ- সেকরাহাটী, জে.এল. নং. ২১, দাগ নং-২৮।

আমমোক্তার গ্রহীতা ঃ- নাজিরা বেগম মল্লিক (আধার নং 9686-4505-4245, প্যান নং EGGPB0113R), স্বামী-মরহুম মহম্মদ আবেদুর রহমান মল্লিক, সাং-সেকরাহাটী, পোঃ মুন্সিরহাট, থানা-জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১৪১০, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, জাতি-মুসলিম (ভারতীয় নাগরিক), পেশা-গৃহকার্য্য।

আমমোক্তার দাতা ঃ- মাসুমা খাতুন (আধার নং 8765-3914-4248, প্যান নং KFLPK8661F) পিতা-মরহুম মহম্মদ আবেদুর মল্লিক, সাং- সেকরাহাটী, পোঃ মুন্সিরহাট, থানা-জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৪১০, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, জাতি-মুসলিম (ভারতীয় নাগরিক), পেশা-গৃহকার্য্য।

আমমোক্তার দলিল নং ঃ IV-050800049, তারিখ- 07.10.2020 at A.D.S.R. Bargachia।

আমমোক্তার বিক্রেতা ঃ নাজিরা বেগম,

ক্রেতা ঃ (১) মহম্মদ ইমরান আহমেদ, আধার নং 3819-2141-3203, প্যান নং AJXPA4420E, পিতা-মহম্মদ সামি আহমেদ। (২) সেখ মাজিদ, আধার নং 9847-4597-5986, প্যান নং CEWPM7380H, পিতা-সেখ সাহিদ। উভয়ের সাং-৭/ ৪/ ৮, কসাইপাড়া লেন, পোঃ-সার্কাস এভিনিউ, থানা-বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-১৭। (৩) রুকাইয়া খাতুন, আধার নং 5704-8045-2862, প্যান নং LVWPK7271F, স্বামী- নূর সাহনাওয়াজ মল্লিক, সাং-কৃষ্ণনন্দপুর, পোঃ-মুন্সিরহাট, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া। সকলের জাতি মুসলিম (ভারতীয় নাগরিক), পেশা-ব্যবসাদি ও গৃহকার্য্য।

দলিল নং 051304703, তারিখ 30/07/2024 at District Sub-Registrar Office of The D.S.R.-II, Howrah।

যদি কারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সহ এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন জগৎবল্লভপুর মুন্সিরহাট B.L.R.O. অফিসে। না হলে আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, AT CHINSURAH, DISTRICT-HOOGHLY.
Misc. Case No.- 20/2024

PETITIONER:- Sri Bhaskar Prasad Changder, S/O - Late Madhu Prasad Changder Permanent residence at Larica Town Ship, Barasat-Barrakpur Road, Flat No. C/4 305, 3rd Floor, P.O.- Nabapally, P.S. Barasat, Dist. North 24 Parganas, Pin 700126., presently residing at -H/O Sadhan Ranjan Chakraborty, Bibakananda Road, Pipulpati, Pathak Bagan, P.O- & District- Hooghly, P.S-Chinsurah, Pin-712103.

AND

MINOR DAUGHTER:- Aditri Changder, D/o-Sri Bhaskar Prasad Changder, Permanent residence at Larica Town Ship, Barasat-Barrakpur Road, Flat No. C/4 305, 3rd Floor, P.O.- Nabapally, P.S. Barasat, Dist. North 24 Parganas, Pin 700126., presently residing at -H/O Sadhan Ranjan Chakraborty, Bibakananda Road, Pipulpati, Pathak Bagan, P.O- & District- Hooghly, P.S-Chinsurah, Pin-712103.

That it is hereby inform to all person that the aforesaid petitioner filed a case before the Ld. Court stated above for seeking permission by the Ld. Court for transfer the property described in the schedule below by way of sale of his minor daughter **Aditri Changder** to the person who would willing to purchase the share of minor daughter of the petitioner **Aditri Changder**. That if any person has any objection against the transfer he may file an objection against the petition which is pending before the Ld. Court by himself or by his nominated Advocate being appeared before the Ld. Court **within 30 days** from the date of publication of this Notice, otherwise the above noted pending case shall be heard exparte.

Schedule of the property for which permission for sale is sought.

District-Hooghly, P.S. Polba, under Sugandhya Gram Panchayet, J.L. No. 71, Mouza - Sugandhya, **L.R. Khatian No. 1499, L.R. and R.S. Dag No. 634**, Nature of land **'Kalabagan'** measuring about **6 Chhataks 18.75 Sq. ft.** out of 12 Chhataks 37.5 Sq.ft. (total land 1 Cottah 9 Chhataks 30 Sq.ft.)

Amal Kumar Mazumdar (Advocate)
District Judges' court
Chinsurah, Dist.-Hooghly.
Dt. 4.7.24

By the order of
Charan Singh (Seristadar)
District Judges' court
Chinsurah, Dist.-Hooghly.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে আগষ্ট। বৃহস্পতিবার। ৬ ই ভাদ্র । তৃতীয়া তিথী। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : বৃহস্পতিবার ।প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : বৃহস্পতিবার ।আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : বৃহস্পতিবার ।যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বৃহস্পতিবার ।একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : বৃহস্পতি বার ।নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখ বরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র-শং।

কুম্ভ রাশি : আজ বৃহস্পতি বার। সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস।
শ্রী মৎ মোহনানন্দ ব্রম্ভচারীর প্রয়াণ দিবস।
স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজের প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ অগস্ট ২০২৪ ৫ ভাদ্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

সন্দীপের বিরুদ্ধে বেওয়ারিশ লাশ বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক নয়, একাধিক অভিযোগে বিদ্ধ সন্দীপ ঘোষ। এবার হাসপাতালের বেওয়ারিশ লাশ বিক্রি করারও বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। সন্দীপের বিরুদ্ধে আখতার আলির দাবি, মৃতদেহ নিয়ে ব্যবসা থেকে বেআইনি আর্থিক লেনদেনে জড়িত সন্দীপ ঘোষ। তাঁর আরও দাবি, টাকা পয়সা সংক্রান্ত সমস্ত নীতি ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে চলতেন সন্দীপ ঘোষ। অ্যাকাউন্ট অফিসারের সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে, উল্টে পছন্দের লোককে যাতে দ্রুত টাকা পাওয়ানো যায় তার জন্য চাপ দিতেন। এমনকি পড়ুয়াদের নম্বর বাড়ানোর বদলে ঘুষও নিতেন বলে অভিযোগ সন্দীপের বিরুদ্ধে। হাসপাতালে বিভিন্ন জায়গাতে সিভিল এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য পিডব্লিউডি-কে বাদ দিয়ে বাইরে থেকে তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে সেই কাজ করানো হত। শুধু তাই নয়,

হাসপাতালের যে কোনও কাজ বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে এক লাখ টাকার কমে করানো হত, যাতে ই-টেন্ডার না করতে হয়। সমস্তটাই বেআইনি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে করতেন সন্দীপ ঘোষ।

তাঁর আরও দাবি, ক্ষতিকারক বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্ট বা বর্জ্য তার নিজস্ব ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর মাধ্যমে বাইরে বিক্রি করা হত। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি-সহ আরও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ এনে ইডি তদন্তের আর্জি জানিয়ে মামলার আবেদন করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভারদ্বাজের এজলাসে। সঙ্গে আখতার আলির তাঁর নিজস্ব নিরাপত্তার আবেদনও জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টে।

পানিহাটিতে নিহত তরুণীর বাড়িতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আর জি কর হাসপাতালে নিহত তরুণী চিকিৎসকের পানিহাটির বাড়িতে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন তিনি দিল্লি থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে সোজা চলে আসেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের পানিহাটির অম্বিকা মুখার্জি রোডের বাড়িতে। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি নির্যাতিতার বাড়িতে এসে পৌঁছন। সেখানে তিনি ১৫ মিনিট নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। নির্যাতিতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল বলেন, তিনি সরাসরি দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরেই নির্যাতিতার

বাড়িতে এসেছেন। মৃতার বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি ওনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। তিনি তাদেরকে আস্থাও যুগিয়েছেন। রাজ্যপালের সংযোজন, 'এখন তিনি একটা চিঠি লিখবেন এবং সেই চিঠি সীল বন্ধ খামে মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠাবেন।' যদিও সেই চিঠিতে কি লেখা থাকবে, তা নিয়ে কিছুই জানাতে চাননি রাজ্যপাল।

পুজোয় সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাস বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা রাজ্য, সেই সময় রাজ্য সরকারের তরফে সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য বড় ঘোষণা। রাজ্য সরকার কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশের সঙ্গে কাজ করা সিভিক ভলেন্টিয়ারদের পুজো বোনাস বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছে। বুধবার রাজ্য সরকার যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়াররা এবার ৬০০০ টাকা করে পুজো বোনাস পাবেন। অর্থাৎ তাঁদের পুজো বোনাস ১৩ শতাংশ তথা ৭০০ টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের পুজো বোনাসের মধ্যে অতীতে কিছুটা ফারাক ছিল। কলকাতা পুলিশের

সিভিক ভলান্টিয়াররা ৫৩০০ টাকা বোনাস পেতেন। আর জেলার সিভিক ভলান্টিয়াররা বোনাস পেতেন ২০০০ টাকা। গত বছর এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি করে বিরোধীরা। তারপরই রাজ্য সরকার সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের জন্য পুজো বোনাস ৫৩০০ টাকা করে দেয়। অর্থাৎ সমহারে সবাইকে বোনাস দেওয়ার কথা বলা হয়। এবার তাদের সেই বোনাস আরও সাতশ টাকা বাড়ানো হল।

আরজি করের নতুন এমএসভিপিকে তলব সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে এবার নতুন এমএসভিপিকে তলব করল সিবিআই। সূত্রের খবর, বুধবার আরজি কর তদন্তে নতুন এমএসভিপি বুলবুল মুখোপাধ্যায়কে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়। এদিকে এদিনও সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। বুধবার এই নিয়ে টানা ছ'বার সিজিওতে হাজিরা দিলেন তিনি।

অন্যদিকে, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের এজলাসে। নতুন করে বিড়ম্বনায় আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি-সহ বহু দুর্নীতির মামলায় ইডির তদন্ত চেয়ে মামলার আবেদন করা হয় বিচারপতি রাজর্ষি ভারদ্বাজের এজলাসে। কারণ, মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রয়োজন আদালতের।

সেইসঙ্গে আখতার আলি নামে অভিযোগকারী ডেপুটি সুপার নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। তাই তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়ারও আবেদন করা হয়েছে মামলায়। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে হাইকোর্ট। এদিকে আবার পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আরজি করের বিতর্কিত প্রাক্তন অধিকর্তা সন্দীপ ঘোষও।

রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের আর্থিক অনিয়ম খতিয়ে দেখছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজের পর রাজ্যের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও কোনও আর্থিক অনিয়ম রয়েছে কিনা রাজ্য সরকার তা খতিয়ে দেখছে। ইতিমধ্যে আর্থিক অনিয়মের কোন অভিযোগ উঠেছে কিনা সে বিষয়ে রাজ্যে স্বরাষ্ট্র দফতর স্বাস্থ্য দফতরের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। টেন্ডার বন্টন বা নতুন নির্মাণের বরাতের মতো বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আগেও বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ওষুধ, রোগীদের খাবার, বিভিন্ন নির্মাণকাজ বা মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার টেন্ডার ঘিরে হাসপাতালের কর্তাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তাই এই ধরনের টেন্ডার কারা পেয়েছেন, কোন পদ্ধতিতে তা বিলি হয়েছে, নথিপত্র ঠিকঠাক রয়েছে কি না সে বিষয়ে সবিস্তারে খোঁজ নিতে বলা হয়েছে। কোনরকম অনিয়মের তথ্য ধরা পড়লে তা স্বরাষ্ট্র দফতরকে

জানাতে বলা হয়েছে। আগে কোনও মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল কি না, রিপোর্টে তা উল্লেখ করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষিতে সেখানে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য সরকার। আরজি কর হাসপাতালের সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ জমা পড়েছিল। হাসপাতালের কর্তারাই সে অভিযোগ এনেছিলেন। কিন্তু তার ভিত্তিতে কোনও তদন্ত হয়নি বলে অভিযোগ। সম্প্রতি এক চিকিৎসক পড়ুয়ার নৃশংস ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনার পর এ নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। ওই হাসপাতালে কোন রকম আর্থিক দুর্নীতি হয়েছিল কি না, তা জানতে ইতিমধ্যেই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) তৈরি করেছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। এ বার স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে রাজ্যের বাকি মেডিকেল কলেজগুলি। লিখিত নির্দেশ জারি না-হলেও সেগুলির আর্থিক দুর্নীতির বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করল নবান্ন।

কার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন সন্দীপ, জানতে মরিয়া সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে হাসপাতালের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি কেন এত দেরি করেছিলেন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এবার মরিয়া সিবিআই।

গত ছ'দিন ধরে সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই। বুধবারও সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিয়েছেন আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। গত ৯ অগাস্ট সকালে হাসপাতালের চারতলার সেমিনার রুমে ওই তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। অভিযোগ ওঠে, তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পরে হাসপাতালের পক্ষ থেকে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতেই অনেকটা দেরি হয়। কেন এতটা দেরি হল, সন্দীপ ঘোষকে সেই প্রশ্নই করেন সিবিআই তদন্তকারীরা। সিবিআই সূত্রে খবর, সন্দীপ ঘোষ দাবি করেছেন, উপর মহলের নির্দেশের

অপেক্ষায় ছিলেন, তাই প্রথমে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। সবুজ সঙ্কেত আসতেই অভিযোগ জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ওই তরুণী চিকিৎসককে যে হত্যা করা হয়েছে, খালি চোখে দেখেই তা বোঝা যাচ্ছিল বলে সিবিআইকে জানিয়েছেন একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী। এদিকে সন্দীপ ঘোষ নিজে অভিজ্ঞ চিকিৎসক হয়ে কেন এই বিষয়টি বুঝতে পারলেন না, সন্দীপ ঘোষকে সেই প্রশ্নও করেন সিবিআই কর্তারা। এর পাশাপাশি, সেমিনার রুমের সংলগ্ন অংশের সংস্কার কাজও কেন তড়িঘড়ি শুরু করা হয়েছিল, সেই প্রশ্নও করা হয়েছিল সন্দীপ ঘোষকে। এক্ষেত্রেও উপরমহলের দিকেই দায় ঠেলার চেষ্টা করেছেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বলে খবর। তিনি দাবি করেন, স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেই সংস্কার কাজ শুরুর নির্দেশ দেন তিনি।

একাকিত্ববোধে গঙ্গায় ঝাঁপ বৃদ্ধার, ত্রাতা কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাকিত্ব সহ্য করতে না পেরে ৭০ বছরের বৃদ্ধা কালিন্দী মণ্ডল ঝাঁপ দেন গঙ্গায়। জোয়ারের প্লাবন দ্রুত ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাঁর শরীর। তবে এই সময় উদ্ধারকর্তা হিসেবে হাজির হয় কলকাতা পুলিশ। জোয়ারের প্লাবন আসার মোক্ষম মুহূর্তে বৃদ্ধা কালিন্দী মণ্ডলকে টেনে তোলে কলকাতা পুলিশের স্পিডবোট। বেঁচে যাওয়ার পরে স্পিডবোটে বসেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বেলা ১১টা নাগাদ কলকাতার নর্থ পোর্ট থানায় খবর আসে, এক মহিলা নদীর উত্তর দিক থেকে বাবুঘাটের দিকে ভেসে যাচ্ছেন। খবর পাওয়ার দু'মিনিটের মধ্যে ইনস্পেক্টর ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দুই কর্মীকে নিয়ে একটি স্পিডবোটে বেরিয়ে পড়েন উদ্ধার অভিযানে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর উদ্দেশে একটি লাইফ রিং ছুঁড়ে দেওয়া হয়। তাঁকে উদ্ধার করতে জলে ঝাঁপ দেন এক বিপর্যয় মোকাবিলাকর্মীও। এরপরই তাঁকে উদ্ধার করা হয়। এদিকে নর্থ পোর্ট পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, জোয়ার ভাটার সময় অনুযায়ী সাড়ে ১১টা নাগাদ গঙ্গায় জোয়ারের প্লাবন আসার কথা ছিল বাবুঘাটের কাছে। সেই প্লাবনের স্রোতের মুখে পড়লে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করা তো দূর, তাঁকে খুঁজেই পাওয়া যেত না।

সন্দীপের পরিবারকে নিরাপত্তার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাঁর বিরুদ্ধেই গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ, তাঁকেই দেখা গেল নিজের পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে সন্দীপ ঘোষের পরিবারের নিরাপত্তার আর্জি চেয়ে মামলার শুনানি হয়। এই মামলার আদালত নির্দেশ দেয়, সন্দীপ ঘোষের পরিবারের নিরাপত্তায় যেন কোনও ফাঁক না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে। যদিও এখন বাড়ির সামনে পুলিশ পিকেট রয়েছে বলেই জানানো হয় রাজ্যের তরফে।

প্রসঙ্গত, বেলেঘাটায় সন্দীপ ঘোষের বাড়ি। এই বাড়িতেই স্ত্রী, শ্বশুর, শাশুড়িকে নিয়ে থাকেন সন্দীপ ঘোষ। সেখানে হামলার আশঙ্কা করছেন তিনি। তাঁর শ্বশুর রামকৃষ্ণ দাস নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন। এদিনের মামলার শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন

করেন, 'পুলিশ আপনাকে নিরাপত্তা দেয়নি? কী ধরনের হামলার আশঙ্কা করছেন? আপনার এলাকায় পুলিশ নেই?' প্রত্যুত্তরে মামলাকারীর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য জানান, 'প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ আমাকে পুলিশের কাছে আবেদন করতে বলেছেন। আমাকে প্রতিদিন সিবিআই অফিসে দৌড়তে হচ্ছে।' এরই পাশাপাশি এদিন সওয়াল করার সময় এও জানান, গত ১৪-১৫ অগাস্ট আরজি করের ঘটনার পর থেকে বাড়ির সামনে কয়েক হাজার লোকের জমায়েত হয়। তবে রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়, বাড়ির সামনে ২৪ ঘণ্টা পুলিশ পিকেট রয়েছে। মোবাইল ভ্যান এলাকায় রয়েছে। ওসি বেলেঘাটা পদক্ষেপ করছে। এরপরই হাইকোর্টের তরফে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়, বেলাঘাটায় সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে।

তৃণমূলপন্থী আইনজীবীদের ফের মিছিল কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েকদিন আগে তিলোত্তমা ধর্ষণ-খুনের বিচার চেয়ে কলকাতার রাজপথের দখল নিয়েছিলেন আইনজীবীরা। আর আইনজীবীদের এই মিছিল থেকেই উঠেছিল স্লোগান। এরই মাঝে সামনে আসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডার এক ঘটনাও। এই ঘটনাকে পিছনে ফেলে বুধবার ফের আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে হাইকোর্ট চত্বরে ফের মিছিল করলেন আইনজীবীরা।

এদিনের এই মিছেল কোনও দলীয় পতাকা না থাকলেও তৃণমূলপন্থী আইনজীবীদেরই মূলত দেখা যায় এই মিছিলে। ছিলেন তৃণমূলের নেতা তথা আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। আবার এই মিছিলের শেষে হাঁটতে দেখা গেল আরজি কর হাসপাতালের

আইনজীবী সুমন সেনগুপ্তকেও। এদিনের এই মিছিল থেকে ওঠে একটু ভিন্ন ধর্মী স্লোগান। শোনা যায়, 'সিবিআইকে চেপে ধর, জাস্টিস ফর আরজি কর'। এই মর্মেই হয় এদিনের এই মিছিল।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই সুপ্রিম নির্দেশে সিবিআইয়ের উপর বেড়েছে 'চাপ'। আরজি কর কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারির সংখ্যা ১। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। তবে নতুন লিড বা তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে নানা জল্পনা চললেও আসল ঘটনার পর্দাফাঁস কী হবে? সেই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে সিবিআইকে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিকে, সোমবার দলমত নির্বিশেষে আইনজীবীরা মিছিলের যে ডাক দিয়েছিলেন তাতে শেষ পর্যন্ত সায়ন-কল্যাণের ঝগড়া একেবারে অন্য মাত্রা যোগ করে দেয়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি বলেন, ভোটে তাঁদের জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এরপরই পাল্টা তোপ দাগেন সায়নও। তবে এদিন আবার তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা থাকলেও দেখা যায়নি তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সাবওয়ের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সাবওয়ের দাবিতে জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত পানপুর কেউটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কেউটিয়া ইঁটভাটা মোড় অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখাল স্কুল পড়ুয়ারা। সেই বিক্ষোভে সামিল হলেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও। বুধবার সকাল দশটা থেকে ব্যস্ততম কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে কেউটিয়া ইঁটভাটা মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ চলে। বিক্ষোভের জেরে ব্যস্ততম কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। বিকেলের দিকে ঘটনাস্থলে ব্যারাকপুর-১ ব্লক উন্নয়ন অধিকারিক এবং হাইরোড অথরিটির লোকজন এসে সাবওয়ে তৈরির আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেয়। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের অভিযোগ, সাবওয়ে না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন তাদের এক্সপ্রেসওয়ে পারাপার করতে হচ্ছে। মাঝে মধ্যেই কেউটিয়া ইঁটভাটা মোড়ে দুর্ঘটনা ঘটছে। তবুও কারও হেলদোল নেই। স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দ্রানী বিশ্বাস বলেন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, স্টেশন সবই রাস্তার ওপারে। সাবওয়ে কিংবা আন্ডারপাস না থাকায় পড়ুয়ারা ও গ্রামবাসীদের প্রানের ঝুঁকি নিয়ে ব্যস্ততম এক্সপ্রেসওয়ে পারাপার করতে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, নিরাপদে রাস্তার এপার থেকে ওপার যেতে সাবওয়ের প্রয়োজন। সেই সাবওয়ের দাবিতেই তারা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন।

অপরদিকে ব্যারাকপুর-১ ব্লক উন্নয়ন অফিসের পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বলরাম সাঁতরা বলেন, পঞ্চায়েতের তরফে হাইরোড অথরিটির কাছে চিঠি দিয়ে সাবওয়ে তৈরির ব্যাপারে জানানো হয়েছে। সেটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। তবুও কেউ বা কারা পড়ুয়াদের রাস্তায় পাঠিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে।

ওবিসি মামলায় হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিমের দ্বারস্থ রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওবিসি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ চেয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার। ৭৭টি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে ওবিসির তালিকাভুক্ত করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে তাতে মান্যতা দেয়নি হাইকোর্ট। এরপর বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয় ৫ লক্ষ শংসাপত্রের। এবার হাইকোর্টের সেই রায়েই স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার।

এই মামলায় রাজ্যের তরফে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে এই মামলা ওঠে। কপিল সিব্বাল শীর্ষ আদালতে আর্জি জানান, বহু মানুষ শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে ভর্তি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক।

এদিকে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানান, আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৭ অগাস্ট এই মামলার শুনানি হতে পারে। রাজ্যের তরফে উপস্থিত আরেক আইনজীবী ইন্দিরা জয় সিং আর্জি জানান, এই মামলাটিকে যেন প্রাধান্য দেওয়া হয়। সঙ্গে এও

জানান, শীর্ষ আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার শুরুতেই শুনানি জন্য যেন রাখা হয়, কারণ এই শুনানি হতে দিনভর সময় লাগবে।

এর আগে গত ৫ অগাস্ট শীর্ষ আদালতের তরফে স্পেশাল লিভ পিটিশন জারি করে রাজ্যের কাছে ওবিসি শংসাপত্র বন্টন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। ৭৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি শ্রেণিভুক্ত করার জন্য কী সমীক্ষা করা হয়েছিল, রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছিল, সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্টের তরফে ২০১০ সালের পর ইস্যু করা প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়। যথাযথ সমীক্ষা ও তথ্য ছাড়াই এই সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছিল। তবে যারা আগেই এই সার্টিফিকেট দেখিয়ে চাকরি পেয়েছেন, এই রায়ে তাদের উপরে প্রভাব পড়বে না বলেই জানিয়েছিল হাইকোর্ট।

ডুরান্ড সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল হবে যুবভারতীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটবল প্রেমীদের জন্য সুখবর। ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল হবে যুবভারতীতে। কলকাতা থেকে ম্যাচ সরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দুটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল যুবভারতীতে আয়োজন করার অনুমতি দিল। এর আগে পুলিশের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন সমর্থকরা। তাই এমন বিতর্কের আবহে আর ডুরান্ডের বাকি ম্যাচগুলি বাতিলের পথে হাঁটল না পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

প্রসঙ্গত, নিরাপত্তার স্বার্থে গত রবিবার ডার্বি বাতিল করেছিল রাজ্য প্রশাসন। কারণ, গত রবিবার বহু প্রতীক্ষিত ডার্বিতে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদের গ্যালারিতে 'প্রতিবাদী' টিফো নামানোর পরিকল্পনা ছিল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের সমর্থকদের। এর মধ্যেই আচমকা 'বড় ম্যাচ' বাতিল করে দেয়

বিধাননগর কমিশনারেট। পুলিশের তরফে জানানো হয়, পুলিশি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। তারপরই জানানো হয় যে, কলকাতা থেকে ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতার গোটাটাই সরিয়েও নেওয়া হয়েছে। এরপর যৌথভাবে কলকাতার প্রধান তিন দল আবেদন জানায়, ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল যেন কলকাতার বুকেই আয়োজিত হয়। এর পাশাপাশি আরজি করের তরুণী চিকিৎসক যেন সুবিচার পান, দোষীদের যেন কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি হয়, সেই দাবিতেও বিবৃতি দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহামেডান।

ভুল সংশোধনী

২১ আগস্ট ২০২৪-এ "সুখেন্দু শেখরের পথেই হাঁটলেন রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকারও" শীর্ষক প্রতিবেদনে অযাচিত কিছু ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য আমরা 'একদিন' পত্রিকার পক্ষ থেকে সকল পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। প্রতিবেদনে ভুল লেখা হয়েছিল 'জানা গিয়েছে, টুইট ডিলিট করতে রাজি হননি তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ।' আসলে হবে, ' টুইট ডিলিট করতে রাজি হন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ।'

সম্পাদকীয়

হাসপাতালের পরিণতি এই হলে, বাকি সমাজের কি হবে?

যে কোনও অন্যায় বা অপরাধ ঘটলে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে অপরাধীর পরিচয় গোপন করার একটা প্রাথমিক চেষ্টা দেখা যায়। আর অপরাধীর সঙ্গে যদি পুলিশের সংযোগ থাকে, তা হলে তো কথাই নেই! এটা আবার আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সাম্প্রতিক আর জি করের ঘটনায়। ধৃত সঞ্জয় রায় কর্মসূত্রে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার। তার একাধিক কীর্তিকলাপ জানা যাচ্ছে। এক জন সিভিক ভলান্টিয়ার হয়েও 'আমিই পুলিশ' বলে চমকানো ছাড়াও মহিলাদের উত্ত্যক্ত করা, মহিলা পুলিশকর্মীদেরও উত্ত্যক্ত করা, পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলা, অবাধে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে যাতায়াত করা, প্রভাবশালী কর্তার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে পুলিশ কর্তাদের সমীহ আদায় করে চলা, এ সবই জানা কথা। যে কোনও সরকারি হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করানোর ক্ষমতা রাখে সে, এবং সেই দাপটেই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার অবাধ যাতায়াত। এখানে একটাই প্রশ্ন, এ-হেন কীর্তিমান সিভিক ভলান্টিয়ারের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে পুলিশের কেউই কিছু জানত না? না কি উপরমহলের কোনও প্রভাব কাজ করত। পুলিশ শুরুতে এটি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কেন? ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখলে বোঝা যায় না, সেটি আত্মহত্যা না খুন! অপরাধী 'পুলিশ' বলে কি? চিকিৎসক মহল সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রী মেধাবী, নম্র, শান্ত স্বভাবের মেয়ে। এই ধরনের এক জন সম্ভাবনাময় চিকিৎসকের সঙ্গে সরকারি হাসপাতালেই যদি এই পরিণতি হয়, তা হলে বাকি সমাজের নিরাপত্তা কোথায়? প্রসঙ্গত, সিভিক ভলান্টিয়ারদের অনেকে পুলিশ মহলে দলের প্রতিনিধি হয়েই বিরাজ করে। 'দাদার লোক' এই তকমা পাওয়ার জন্যই ধৃত সঞ্জয় রায় উর্দি পরত না, নিয়ম-বহির্ভূত ভাবে পুলিশের ব্যারাকে থেকে সরকারের দেওয়া বাইক ব্যবহার করত। এ কেমন সিভিক ভলান্টিয়ার? এই প্রশ্নটি উঠবে না? সিভিক ভলান্টিয়ারদের অনেকে চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'পুলিশ' স্টিকার সাঁটা বাইকে এলাকা টহল দেয়, সমীহ আদায়ের চেষ্টা করে। এটা আর কত দিন চলবে? তাদের গতিবিধির উপরেও নজরদারি দরকার; এ বিষয়ে পুলিশ মহলের বোধোদয় কি ঘটবে না?

শব্দবাণ-২২

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ৩. রুপার — ৫. মহাবিদ্যালয় ৭. গুঞ্জাফল; রাই ৮. ভাগ্যপরীক্ষার খেলা ১০. শ্রমিক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বিস্মিত ২. মড়ার মাথা ৩. উড়ানি, উত্তরীয় ৪. খুব কম খরচে শ্রাদ্ধ ৬. রত্নবণিক ৯. গাড়ির চাকার বাইরের শক্ত রবারের আবরণ।

সমাধান: শব্দবাণ-২১

পাশাপাশি: ১. একঘরে ৩. নাটক ৪. মানস ৬. কতল ৯. খবর ১০. ফলাফল।

উপর-নীচ: ১. একলা ২. রেহান ৩. নামডাক ৫. সবিস্তার ৭. তরফ ৮. দখল।

জন্মদিন

আজকের দিন

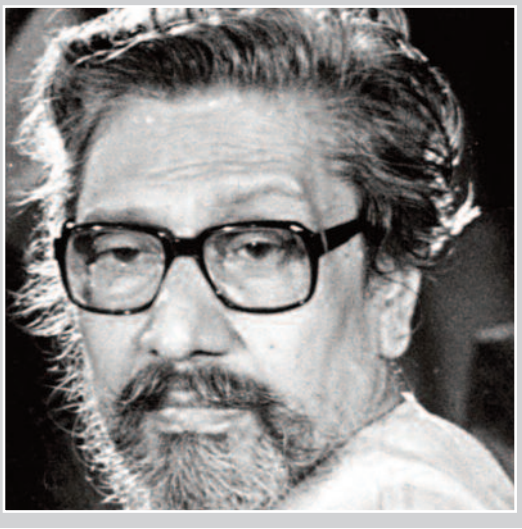

শম্ভু মিত্র

১৯১৫ *বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ চিরঞ্জীবির জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট ওডিশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

ফুটবলের মসনদে ঘটি বাঙাল একসাথে

প্রদীপ মারিক

আমরা ঘটি, আমরা বাঙাল আমার কিন্তু সবাই বাঙালি। এই আবেগ ছড়িয়ে গেল বাংলা হয়ে দেশ হয়ে সারা পৃথিবীতে। এমন নজির বিহীন প্রতিবাদ যেন সারা বিশ্ব এই প্রথম দেখলো। এ যেন ছিল সেই দিন, ২৯ শে জুলাই ১৯১১। ১৯১১ সালে কলকাতা-সহ সারা ভারতের ফুটবল জগতে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল। ২৯ শে জুলাই ইংরেজদের টিম 'ইস্ট ইয়র্কায়র'-কে পরাজিত করে আইএফএ শিল্ড জয় করে মোহনবাগান। বাংলার ঘরে ঘরে সে দিন উঠেছিল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি। গোরাদের হারিয়ে দেওয়া গেছে। একদল গ্রাম্য বাঙালি তাক লাগিয়ে দিয়েছে বটে! তৎকালীন সাহেবি কাগজ 'দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া' ম্যাচ কভার করে লিখেছিল, 'রাউট অব দ্য কিংস সোলজারস্ ইন বুটস অ্যান্ড সুজ বাই বেয়ার ফুটেড বেঙ্গলি ল্যাডর্স।' তখনকার 'স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল কোম্পানি' বিজয়ীদের হাফটেন ফটো ছেপেছিল দুই লক্ষেরও বেশি। বিনামূল্যে সেগুলি ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়েছিল। আজ প্রায় ১২৪ বছর পর সেই ফুটবল উন্মাদনা দেখলো কলকাতার আপামর বাঙালি। সে দিন ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশ্বাস। আর আজ কলকাতার ফুটবল দলের তিন প্রধান সমর্থকরদের ন্যায্য বিচারের দাবিতে মুষ্টি বদ্ধ বিশ্বাস। সেদিন ব্রিটিশরা বুট চালিয়ে খালি পায়ে খেলা ১১ জন বাঙালিদের লড়াই এবং তার সাথে স্বাধীনতার আপামর বাঙালিদের আবেগ ধ্বংস করতে পারে নি, তেমনি আজও ডুরান্ডের ডার্বি বাতিল করেও নোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ফুটবল প্রেমীদের আবেগ কে ধ্বংস করতে পারলো না রাজ্য প্রশাসন। কলকাতার রাজপথ গেয়ে উঠলো, ' ফুটবলের মসনদে / ঘটি বাঙাল একসাথে।' কিন্তু এই শান্তি পূর্ণ অবস্থান কে ছত্রভঙ্গ করতে রাজ্য প্রশাসন লাঠিচার্জ করলো! রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসনের মুখে বঙ্গের প্রতিবাদী মুখ। তাহলে আরজি করে যেদিন ভাঙচুর করলো প্রায় একশো জন দুষ্কৃতী তখন শাসক শ্রেণীর লাটিয়ালরা কোথায় ছিল! দুষ্কৃতীদের কাছে একটাই কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু মার। কাকে মারছে শিক্ষিত বললে শুধু ভুল হবে যারা মুমূর্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচাচ্ছে সেই চিকিৎসকদের। হসপিটাল ভাঙচুর করেছে। এরা কি মানুষের পর্যায়। রাজ্য সরকারের কি প্রশাসনের ওপরেও নির্ভরতা কমে গেছে। এখন দুষ্কৃতীদের ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। বড় সমস্যার সমানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বঙ্গ নারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আরজি কর হসপিটালের মহিলা চিকিৎসকের ওপর নৃশংস অত্যাচার করে খুন করলো পৈশাচিকদের দল তাতে বঙ্গ পুরুষ বলতে গেলে আমাদের লজ্জিত হতে হয়। আমরা জাস্টিস চাই। এই জাস্টিস পাওয়ার জন্য মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল মহামেডানের ফুটবল সার্থকরা কলকাতার রাজপথ দখল করে নিল। সকলের মুখে একটাই কথা 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। ডার্বি ফুটবল ম্যাচ বাতিল করতে পারে কিন্তু বাঙালি আবেগ থেমে থাকে না। প্রতিবাদ চলে প্রতিটি ক্ষণে। এটাই হচ্ছে বাংলা। বাংলা যা শুরু করে সেই কাজই পথ দেখায় দেশকে। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি ম্যাচ বাতিল। কেন ? ফুটবল মানেই বাঙালি আবেগ। যেখানে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল সেখানে ম্যাচ বাতিল করার কোন মানে আছে কি?

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ বাতিল হলেও মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা যে ভাবে রাস্তায় জড়ো হয়ে আরজি কর হাসপিটালের নির্যাতিতা চিকিৎসক নির্ভয়ার জন্য প্রতিবাদ করলো তা বিশ্বের ফুটবলের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। সারা বিশ্ব ফুটবল প্রেমীর হৃদয় জিতলো বাঙাল - ঘটি। বাংলার ফুটবল ইতিহাসে কত বড় আনন্দের দিন, দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ এক সাথে ফুটবলের হৃদয় জিতলো। প্রতিবাদী সমর্থকদের মুখে একটাই স্লোগান, 'বাঙাল ঘটি ভাই ভাই, আরজি করের জবাব চাই।' প্রত্যেকটি সমর্থকদের মুখের অভিব্যক্তিই বুঝিয়ে দিচ্ছিল তারা চিকিৎসকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে কতটা ব্যাথিত। গণতন্ত্রের অর্থ 'জনগণের শাসন'। জনগণের অধিকার কতটা দিতে পেরেছে বর্তমান বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দল। জনগণের শাসন তো দূরের কথা। বর্তমানে বঙ্গে নারীরা কি সুরক্ষিত? একজন মহিলা চিকিৎসকের ওপর এমন কাপুরুষোচিত অত্যাচার কি করে হতে পারে? এত সাহস পায় কি করে? ডাক্তার হল ভগবান। এরা ভগবানকেও —। ভারতবর্ষের ১৪০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলেন নারী। নারীরাই ভারতমাতা। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ৩৫ নং ধারাতে নাগরিকদের জন্য সাতটি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ৩৬-৫১ নং ধারায় ভারত রাষ্ট্রকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করার নির্দেশাত্মক নীতি রয়েছে। এরপর ৪২তম সংশোধনের মধ্য দিয়ে বেকারী, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য বিশেষ কিছু সুবিধার কথা বলা হয়েছে। 'নারীর ক্ষমতায়ন';সংবিধানে মহিলাদের জন্য অনেক রক্ষাকবচের সুযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই কথার কথা থেকে গেছে। ভারত সরকার ২০০১ সালকে নারীর ক্ষমতায়ন বা সশক্তি বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু বাস্তবে বর্তমান বঙ্গের পৈশাচিক ছবি কি সেই কথা বলছে? নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি নারীসমাজ। কিছুতেই এই তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না। যে ডাক্তারি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে গেলে দিন রাত এক করে তবে জয়েন্ট মেডিকেল এ চান্স পাওয়া যায়। তার পর অনেক কষ্ট করে বাবা মা পরিবার ত্যাগ করে দেশ সেবার কাজে দিন রাত এক করে থাকেন একজন ডাক্তার। সম্প্রতি আর জি কর হসপিটালে তরুণী চিকিৎসকের আকস্মিক মৃত্যু অনেক প্রশ্ন রেখে গেল। কেন হল এমন ঘটনা? এত কিছু প্রশ্ন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল মিলিত প্রতিবাদের সুর হয়ে পৌঁছল রাজ্যের শাসক দলের কাছে। ডার্বি জিতলো ঘটি বাঙাল একসাথে।

এমন জয় বিশ্বের ফুটবল ইতিহাসে বিরল। এই ডার্বির সামর্থকদের আবেগ বাংলার ফুটবল আবেগকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং অবশ্যই আরজি করের নির্যাতিতার জন্য জাস্টিসের দাবিতে মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেঙ্গলকে ডুরান্ড জয় করতেই হবে। ১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জয় করে যেমন স্বাধীনতার আবেগ জাগিয়ে তুলেছিল আপামর বাঙালিদের মনে, তেমন ডুরান্ড ফুটবল ট্রফি নিয়ে কলকাতার রাজপথে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল মহামেডান সমর্থকদের মিলিত রাজপথ দখল দেখিয়ে দেবে প্রশাসন চাইলে ডার্বি বাতিল করতে পারে কিন্তু বাঙালি ফুটবল প্রেমীদের আবেগ বন্ধ করতে পারবে না এবং বাঙালি আবেগ দেখিয়ে দেবে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' কাকে বলে।

স্বপ্নদীপও হয়তো এমন একটা আন্দোলনরত দিনের দাবীদার

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি নৃশংসভাবে চিকিৎসক হত্যাকান্ডকে ঘিরে দেশ তোলপাড় হয়েছে। দেশজুড়ে চলছে বিক্ষোভ। স্বাভাবিক। সম্প্রতি রব উঠেছে যে শহর কলকাতা এবং রাজ্য মহিলাদের জন্য নিরাপদ নয় তাই নারী স্বাধীনতা আদায় করতে মধ্যরাতে রাস্তায় জমায়েত আহ্বান করা হয়েছে মহিলাদের। সাড়া মিলেছে প্রচুর। সবই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু এটা সম্ভবত লক্ষ্যনীয় হচ্ছে যে চিকিৎসক হত্যাকান্ডে আস্তে আস্তে রাজনৈতিক রং লাগছে, যা অপ্রত্যাশিত। প্রশ্ন উঠতেই পারে সেটা কি করে? তাহলে ফিরে যাওয়া যাক গতবছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে উদ্ধার মৃত স্বপ্নদীপের কথা, মৃত্যুতে প্রমাণিত হয়েছিল এবং অনেকেই মুখ খুলেছিল যে অসুস্থ ব্যাগিং পরিবেশের বাতাবরণ ঘিরে ধরেছে সেই শিক্ষাঙ্গণকে। যে কোনও নৃশংস মৃত্যু যন্ত্রণাদীর্ণ কিন্তু একজন ছেলে মারা গেলে ততটা সমাজ গর্জন করে ওঠে না যতটা একজন মহিলা মারা গেলে করে ওঠে। আব্রু ও সম্মান একজন পুরুষ ও মহিলার সবারই সমান আছে, আজ এবং অতীতেও বহুবার নৃশংস মহিলাদের মৃত্যুতে সমাজ যখন গর্জে উঠেছে ততটা স্বপ্নদীপের ব্যাগিং কান্ডে মৃত্যুর পরে হয়ে ওঠেনি, এখানেই সূক্ষ্মভাবে লিঙ্গভিত্তিক পরিসর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেদিন খোদ যাদবপুরে স্বপ্নদীপের মৃত্যুকে ধিক্কার জানিয়ে কোনও মঞ্চ গড়ে ওঠেনি। সেদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যস্থিত রাজনৈতিক দল আর মেডিকেল কলেজে শাসক দলের সংগঠন একই অনৈতিক, ন্যক্কারজনক কাজ করেছে, ধর্ষণ ও ব্যাগিং দুইই সমান অপরাধ এবং দুই ন্যক্কারজনক ঘটনায় তাদের অভিভাবকেরা নিজেদের জীবনের অমূল্য সম্পদকে হারিয়ে বসেছেন। কর্মক্ষেত্র যদি মহিলাদের জন্য অসুরক্ষিত এই রব ওঠে, সমান দাবী ওঠা উচিৎ যে পুরুষদের ক্ষেত্রেও যেকোনও প্রতিষ্ঠান সুগম নয়, চলে নানারকম কুৎসিত মানসিকতার খেলা অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের কথাটা যখন ওঠে তখন সেখানে যাদবপুরের ঘটনাকে সামনে রেখেই লিঙ্গ ভেদাভেদ নিজেই একটা সুপ্ত রাজনীতির বার্তা বহন করে চলেছে।

এই অবস্থা হয়তো তৈরি হত না কারণ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সবচেয়ে বড় ভুল যেটা করেছেন বাড়িতে চুরি হয়েছে আর বাড়ির কর্তাকে সরাসরি প্রশ্ন করেননি। একটা হাসপাতালের পরিকাঠামোর গলদ ও পুনর্গঠন সম্পর্কে একজন অধ্যক্ষের চেয়ে বেশি খবর কারও পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনা সামাজিক পরিসরে নিন্দার ঝড় তুলেছে, অধ্যক্ষের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন তলব করতেই পারতেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেমন চিকিৎসক সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের নূন্যতম নিরাপত্তা বিষয়ে গাফিলতির কারণ সহ কেন অধ্যক্ষকেই সবাই এই নির্মম কর্মকান্ডে সরাসরি নির্দেশ করেছে, কেন সরকারী অর্থ হাসপাতালের উন্নয়নে সঠিকভাবে বরাদ্দ করা হয় না, কেন সবার তাঁর ওপরে এত ক্ষোভ, কেন সবাই নির্দিষ্টভাবে তাঁরই পদত্যাগ চায়, কিন্তু তার বদলে তিনি হয়ে গেলেন কলকাতার আরেকটি স্বনামধন্য মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ। শুধু তাই নয়, তিনি সেখানেও ঢুকতে না পেরে বলপূর্বক চেষ্টাও করেছিলেন তবে অবশেষে ব্যর্থ হন। একজন প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী নিজে, তাঁর উচিৎ যাকে নিয়ে মানুষের মনে ক্ষোভ তাকে চিরতরে অব্যহতি দিয়ে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যে এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে, উল্টে যাকে নিয়ে সবার এত ক্ষোভ তাকে সমান পদাধিকার দেওয়া মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছে না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই আন্দোলনে রাজনৈতিক রং লাগছে এবং একটি বিশেষ লিঙ্গের মানুষ যে শিকার সেই বিষয়েও মন্তব্য উঠে আসা অবান্তর হচ্ছে না। এই প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে খোদ শাসক ও বিরোধী দলের সাথে সিনিয়র, পড়ুয়া চিকিৎসক শিক্ষার্থীদেরও অভিযোগ প্রবল হয়েছে, জমানো ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন কারণ একটি স্বনামধন্য হাসপাতালের পরিবেশকে এতটাই কলুষিত করে রেখেছেন যিনি তাঁর বিরুদ্ধে নমনীয় মনোভাব দেখানো অনুচিৎ হয়েছে যা অনেকেরই ভাবাবেগে আঘাত হেনেছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন নারী অর্থাৎ মাতৃ গোত্রসম। মায়ের কাছে সন্তান হিসাবে ছেলে বা মেয়ের কোনও ভাগ নেই, তাই তাঁর শাসনে যদি তাঁর সন্তানসম ছেলে বা মেয়ে নিগৃহীত হয়, জীবনের মর্মান্তিক অবস্থায় উপনীত হতে হয় তাঁর উচিৎ অভিযুক্তকে চরম শাস্তি দেওয়া। প্রাক্তন অধ্যক্ষ মোটেই তাঁর দায়িত্ব আশানুরূপ ভাবে পালন করতে পারেননি তাই এই অরাজক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে সমস্ত রাজ্য ও দেশের মানুষের কাছে মুখ পুড়েছে রাজ্যের। অবিলম্বে তিনি সেই অধ্যক্ষকে চিরতরে বরখাস্ত করে এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিন। স্বপ্নদীপ, মৌমিতা অনেক স্বপ্ন অপূর্ণ রেখে অকালে চলে গেল, গেল শুধু অজান্তেই রাজনীতির জাঁতাকলে পা দিয়ে তাই তাদের ওপরে হওয়া নির্মম আচরণের প্রতিবাদী ভাবপ্রকাশ হোক, সেখানে লিঙ্গ বৈষম্য আর রাজনীতি যেন তেপান্তরিত হয়, নচেৎ সেই প্রতিবাদ পক্ষপাতদুষ্ট হয়েই উঠে আসবে যা এতদূর গিয়ে মোটেই কাম্য নয়।

আনন্দকথা

সাধুই হোক, সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।

''চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থভ্রমণ করছিলেন — দেখলেন, একজন গীতা পড়ছে। আর-একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে — কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ-সব বুঝতে পারছ? সে বললে, ঠাকুর! আমি শ্লোক এ-সব কিছু বুঝতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কেন কাঁদছো? ভক্তটি বললে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদছি।''

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ভক্তিযোগের রহস্য —The Secret of Dualism

শ্রীরামকৃষ্ণ — বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে, 'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরজি কর আবহে

মহিলা বিচারকের উদ্দেশে গালিগালাজ কুরুচিকর অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আরজি কর কাণ্ডের মাঝেই এবার খোদ আদালতের মহিলা বিচারকের গাড়ি আটকে তাঁকে উদ্দেশ করে গালিগালাজ ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। ঘটনাস্থল থেকেই অভিযুক্ত এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন বিচারকের নিরাপত্তারক্ষী।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ৯টা ৩৫ মিনিট নাগাদ গাড়িতে করে নিজের আবাসনে ফিরছিলেন বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে কর্মরত এক মহিলা বিচারক। নিজের আবাসনের সামনে পৌঁছতেই দুই যুবক ওই বিচারকের গাড়ি আটকান। অভিযোগ, ওই মহিলা বিচারককে উদ্দেশ করে অভিযুক্ত দুই যুবক গালিগালাজ করতে শুরু করেন। ওই বিচারককে লক্ষ্য করে ওই দুই যুবক কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করেন বলেও অভিযোগ।

ঘটনার পরেই বিচারকের গাড়ি থেকে নেমে আসেন নিরাপত্তারক্ষী। এই সময় অভিযুক্ত দুই যুবক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, এক যুবককে ধরে বিষ্ণুপুর থানার হাতে তুলে দেন ওই নিরাপত্তারক্ষী। বুধবার ধৃতকে আদালতে পেশ করে পুলিশ। অভিযুক্ত অপর একজন যুবকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃত অভিযুক্তর পক্ষ নিয়ে আদালতে মামলা না লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবীরা।

কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের উদ্যোগে বুধবার সন্ধ্যায় সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ

অব্যাহত প্রতিবাদ। বীরভূমের সাঁইথিয়া বিধানসভার অন্তর্গত মাঠপলসা এবং দমদমা অঞ্চলের মাঝিগ্রাম, গুনুটিয়া, খামারতারা গ্রামে আরজি কর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ।

বুধবার থেকে শুরু হল তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে 'কারার ঐ লৌহকপাট' শীর্ষক প্রদর্শনী। আলিপুর মহকুমায় আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। একটি পুস্তক আকারে এই প্রদর্শনীর মূল বক্তব্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

নজরদারির অভাবে শহর জুড়ে অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি, উদাসীন আরামবাগ পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নজরদারির অভাবে আরামবাগ শহর জুড়ে অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি করার অভিযোগ উঠল। অথচ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন আরামবাগ পুরসভা। খোলা আকাশের নিচে ফাস্ট ফুড বিক্রি করা থেকে শুরু করে ফুটপাতের উপর বসে খাবার তৈরি করা হচ্ছে। একেবারে অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি করার অভিযোগ উঠছে। ধুলো বালি উড়ে আসছে খাবারে। অথচ ভ্রুক্ষেপ নেই দোকানদার থেকে শুরু করে ক্রেতাদের। ক্রেতাদের অজান্তেই তাদের শরীরে ঢুকছে রোগের জীবাণু। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শরীরে জটিল রোগ বাঁসা বাঁধছে। এই দৃশ্য বিশেষ ভাবে দেখা যাচ্ছে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড চত্বরে। ফুটপাতের উপর বসেই খাবার তৈরি হচ্ছে। নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে চাউমিন ধোয়া থেকে শুরু করে খাবার রাখা হচ্ছে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে হাজার হাজার গাড়ি চলে যাচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডে শয়ে শয়ে গাড়ি প্রবেশ করছে। আর রাস্তার ধুলো বালির সঙ্গে বায়ু দূষণের উপাদান গিয়ে পড়ছে খাবারে। সাধারণ মানুষ কিছু না বুঝেই টেবিলে গিয়ে বসে পড়ছেন এবং খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরছেন। অথচ অজান্তেই শরীরের প্রবেশ করছে রোগ জীবাণু। পরবর্তী কালে এর প্রভাব পড়ছে ব্যাপক ভাবে। কিন্তু এই রখম অসুরক্ষিত ও অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি বন্ধ করার বিষয়ে আরামবাগ পুরসভা উদাসীন বলে অভিযোগ। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি বন্ধ করার বিষয়ে পুরসভায় নিদিষ্ট একটি দপ্তর থাকে। কিন্তু আরামবাগ পুরসভায় সেই রকম কোনও দপ্তর নেই বলে অভিযোগ। আর সেই সুযোগে রমরমিয়ে ব্যবসা করছে একদল অসাধু ব্যবসায়ী। এই বিষয়ে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড এলাকার এক ব্যবসায়ীকে ফুটপাতের উপর খাবার তৈরির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ফুটপাতের উপর খাবার ধোয়া হচ্ছে। নিষেধ করলে আর ধোয়া হবে না। আরামবাগ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার বলেন, আরামবাগ শহরে মাত্র দুটি দোকানের ফুড লাইসেন্স আছে। বাকি দোকানের কোনও সরকারি অনুমোদন নেই। পুরসভার উচিত নজর দেওয়ার। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। অপরদিকে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, পুরসভায় কোনও ফুড ইনস্পেক্টর নেই। আমরা আবেদন করব। ফুড ইন্সপেক্টর দিলে নজরদারি চালানো হবে। প্রয়োজনে আইনত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবমিলি এখন দেখার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আরামবাগ পুরসভা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

SBI

সংশোধনী

আমাদের বিজ্ঞাপন ই-নিলামে বিক্রয় নোটিশ অধীনে প্রকাশিত ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন ১৯.০৮.২০২৪ সংস্করণে অনুযায়ী **ক্রম নং ০১** ঋণগ্রহীতার নাম : **ম্যাকপাওয়ার ট্রান্সফর্মারস প্রাইভেট লিমিটেড**। ই-নিলাম তারিখ পড়তে হবে **১০.০৯.২০২৪ - ০৩.০৯.২০২৪ এর পরিবর্তে।**

পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.
শাখা ঠিকানা - বিধাননগর শাখা, বিশ্বনাথ বিল্ডিং
ইএন ব্লক, প্লট নং ৭, সল্টলেক, সেক্টর - V
উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৯১
শাখা ইমেল আইডি : br0656@sib.co.in

স্বর্ণ নিলাম

যেহেতু, **দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি** এর অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে গৃহীত স্বর্ণ ঋণের বকেয়া পরিশোধের জন্য বিক্রয় নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন, ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ এর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেমন আছে ভিত্তিতে"** এবং **"পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** অনলাইন নিলামে স্বর্ণ অলংকার বিক্রি করা হবে। নিলাম অনলাইনে সম্পাদিত হবে **https://egold.auctiontiger.net** মাধ্যমে ২৯.০৮.২০২৪ তারিখে বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা **শ্রী প্রশান্ত পাল** এর অ্যাকাউন্ট ০৬৫৬৬৫৩০০০০০০০৮৫ অধীনে।

অনুগ্রহ করে আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন অকশন টাইগার **৬৩৫২৬৩২৫২৩** নম্বরে।

স্বা/- ম্যানেজার
দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি.

ফর্ম জি
গ্লোরি ফার্নিশারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	গ্লোরি ফার্নিশারস প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U74999WB1999PTC089886 PAN : AACCG0083A
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	তালডাঙা শ মিলস, জি টি রোড, পো. চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১২১০১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	ওয়েবসাইটে সিডি দেওয়া নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	১. তালডাঙা শ মিলস, জি টি রোড, পো. চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১২১০১ ২. ৬২, জি টি রোড, নীর অ্যাপার্টমেন্ট, কলেজ মোড়-এর, নিকট, উত্তরপাড়া
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রধান পণ্য : গোদরেজ প্রোডাক্টস-এর ডিস্ট্রিবিউটরস
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আনুমানিক ২.৫ কোটি টাকা গত নিরীক্ষিত আর্থিক বর্ষ (২০২৩-২৪) অনুযায়ী বর্তমানে প্রকৃত পরিমাণ মূল্যায়ন হয়নি
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	১১ কর্মী এবং ৩ কাজের লোক
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	শেষ নিরীক্ষিত আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ থেকে প্রাপ্ত মতে অন্যান্য বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে cirp.gloryfurnishers@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.gloryfurnishers@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২১.০৯.২০২৪ (সন্ধে ৭টার পূর্বে)
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৩.০৯.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৮.০৯.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৯.০৯.২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২৯.০৯.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৮.১০.২০২৪ (সন্ধে ৭টার পূর্বে)
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.gloryfurnishers@gmail.com

তারিখ : ২১.০৮.২০২৪
স্থান : নিউ দিল্লি

স্বা/-
বিকি ড্যাং
প্রস্তাব পেশাদার
গ্লোরি ফার্নিশারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
রেজি নং IBBI/IPA-003/IP-N00359/2021-22/13763
বি-১১, গুরুদ্বোয়ারার নিকট, বিষ্ণু গার্ডেন, নিউ দিল্লি - ১১০০১৮

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজিঃ অফিস : "ঝিল মিল", সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি কলকাতা-৭০০১০৬
টেলি: (০৩৩) ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫১৮
ই-মেল : niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড (দ্য "কোম্পানি")-এর ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (দ্য "এজিএম")** সভা আহ্বায়ক নোটিসে (দ্য "নোটিস") প্রদত্তমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য **১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ শুক্রবার বেলা ৩:০০টায় আইএসটি ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") অথবা আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম")** -এর মাধ্যমে হবে বলে নির্ধারিত আছে।

এজিএম পরিচালনার পদ্ধতি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (**'অ্যাক্ট'**) এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (**'এমসিএ'**) দ্বারা ইস্যুকৃত জেনারেল সার্কুলার (সমষ্টিগতভাবে **'এমসিএ সার্কুলারস'** হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা ইস্যুকৃত (**'সেবি সার্কুলারস'** হিসাবে উল্লেখিত)। উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে, বার্ষিক রিপোর্টের কোনও ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ করা হবে না।

[illegible]

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন ১৭.০৮.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত পূর্বের বিক্রয় নোটিশ বাতিল করা হল
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিযা (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩(১) (**"লিকুইডেশন রেগুলেশনস"**) এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড (কোড) অধীনে সম্পদ বিক্রির ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে আরএনএম ইনফ্রা প্রা লি এর সম্পদসমূহ **"যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং " যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যেখানে আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** সারণিতে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে দেউলিয়াগ্রস্ত অধীনে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত সারণিতে সম্পত্তি অনুযায়ী উল্লেখ করা হবে। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েব পোর্টাল **www.airauctioneer.com** মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

[illegible]

৪. ডাকদাতাদের **"www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-notice-insolvency.html"** টেন্ডার দাখিল এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের পূর্বে বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২২.০৮.২০২৪ স্থান : কলকাতা কনকাভা রায় লিকুইডেটর মেসার্স আরএনএম ইনফ্রা প্রা লি আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00204/2018-2019/12456	**যোগাযোগের ঠিকানা :** ইনটেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রা. লি., ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৫, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭, **cirp.rnminfra@gmail.com** **নথিভুক্ত ঠিকানা** - ৭৮ বোসপুকুর পূর্বপাড়া রোড, লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০১০৭, **kanak1686@gmail.com**

SKIPPER Limited
CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০০৩ ২২৮৯ ৫৭৩১/৩২, **ফ্যাক্স :** ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com,
ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

বিজ্ঞপ্তি

ক) এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, স্কিপার লিমিটেডের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বেলা ১১.৩০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং/ আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (ভিসি/ ওএভিএম)**-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যা ২০১৩ কোম্পানি আইনের বিধানাবলি ও তদধীন প্রণীত রুল এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") যা মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ") কর্তৃক ইস্যুকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০ এবং এ সংক্রান্ত জারি করা পরবর্তী সার্কুলার, সর্বশেষ জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ (এখানে সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসেবে উল্লেখিত) এবং সিকিউরিজিট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ (এখানে সম্মিলিতভাবে "সার্কুলারস" হিসেবে উল্লেখিত) -এর সঙ্গে পঠিত। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার [illegible]

ঙ) কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিন্সিট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ১০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪২ -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বই **১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ শুক্রবার থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার** পর্যন্ত (উভয়দিন-সহ) বন্ধ থাকবে এজিএম -এর উদ্দেশ্যে এবং এজিএমে অনুমোদিত হলে লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্যদের নাম নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে।

এমসিএ এবং সেবির ইস্যু করা প্রযোজ্য সার্কুলারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই নোটিস কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের জ্ঞাতার্থে ও সুবিধার্থে ইস্যু করা হল।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়ান্স অফিসার)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১ অগস্ট, ২০২৪

সিজবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(CIN: U65191WB1994PLC065401)
রেজি অফিস : কেসিআই প্লাজা, ৮ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
ফোন : ২৪৫৪ ৩০৬৩/৩০৬৪/৩০৬৫, ই-মেল : co@kirtivardhan.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) হাইব্রিড মোডে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে কেসিআই প্লাজা, ৮ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৯ এবং ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস মাধ্যমে বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৪টেয় অনুষ্ঠিত হবে, এজিএম আহবানের জন্য যোগ্য সদস্যদের কাছে প্রচারিত এজিএম-এর নোটিশে বর্ণিত নিম্নোক্ত সাধারণ বিষয়সমূহ লেনদেনের জন্য।

১) ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল গ্রহণ

২) ডিরেক্টর নিয়োগ

[illegible]

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড
CIN : L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস : হায়াত রিজেন্সি কলকাতা,
জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯৮, পঃবঃ, ভারত
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/১৩৪৬, **ফ্যাক্স:** ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬
ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; **ওয়েবসাইট:** www.ahleast.com

১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং তথ্য, রেকর্ড ডেট এবং বই বন্ধ

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড (দ্য কোম্পানি) -এর ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ দুপুর ৩:০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) -এর মাধ্যমে ১৭তম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিতমতো ব্যবসায়িক কার্যাদি সম্পাদনার্থে।

অন্যান্য সার্কুলার তৎসহ পঠিত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে এমসিএ কর্তৃক ইস্যুকৃত জেনারেল সার্কুলার এবং এই বিষয়ে অন্যান্য সার্কুলারের সহ পঠিত ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, ১৭তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি তৎসহ বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২৪ বুধবার, ২১ অগস্ট, ২০২৪ তারিখে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল অ্যাড্রেস নিবন্ধিত আছে কোম্পানি অথবা আরটিএ এবং ডিপোজিটরিজের কাছে। ১৭তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানির আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত কোম্পানির ওয়েবসাইটগুলিতে: www.ahleast.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.evoting.nsdl.com এবং http://evoting.kfintech.com -তে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশনা

[illegible]

কোম্পানির সাথে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধিত সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/চেক সেই সকল সদস্যদের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে যারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
চিফ লিগাল অফিসার অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১ অগস্ট, ২০২৪

পেবকো মোটরস লিমিটেড
CIN: L67120WB1971PLC029802
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮এ, মোনালিসা, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৭
ই-মেল : ro@pebcomotors.com, **ওয়েবসাইট :** www.pebcomotors.com

৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ -এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো যাচ্ছে পেবকো মোটরস লিমিটেডের ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সোমবার বেলা ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশে বর্ণিত মত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সমস্ত প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ সহ পঠিত মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ") কর্তৃক ইস্যুকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং সেবি (সম্মিলিতভাবে "দ্য সার্কুলার" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 -এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

[illegible]

ট্রেনের ধাক্কায় কিশোরীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পুরুলিয়ার আদ্রা ডিভিশনের আদ্রা - ভোজুডি রেলপথে রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দুবাড়ডি গ্রামের কাছে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কিশোরীর। মৃত কিশোরীর নাম প্রিয়াঙ্কা কৈবর্ত্য। তার বাড়ি আদ্রা থানার বেকো এলাকায়। মঙ্গলবার বিকেলে রেললাইন পারাপার করার সময় একটি ট্রেনের ধাক্কায় কিশোরীটির মৃত্যু হয়। বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ আদ্রা জিআরপি থানার পুলিশ কিশোরীর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস
প্লট নং ৩৭৭-৩৭৮, ব্লক জিডি
সেক্টর - III, সল্টলেক কলকাতা - ৭০০১০৬

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **শ্রীমতি উমা ঘোষ,** স্বামী শ্রী অরূপ কুমার ঘোষ, নং ৪, শ্রীমা রোড, পো : রবীন্দ্র নগর, থানা: দম দম, কলকাতা : ৭০০০৬৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।
২. **শ্রীমতি উমা ঘোষ,** স্বামী শ্রী অরূপ কুমার ঘোষ, ফ্ল্যাট নং ১০৩, তিনতলা, বিবেকানন্দপল্লি, থানা : দমদম পুরসভা,কলকাতা : ৭০০০৬৫।

বিষয় - আপনার হোম লোন এসি নং ৭৫৫৯৫২৬২০৯ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক যোধপুর পার্ক ব্রাঞ্চ - রেজি.
আপনি ব্যক্তি/অংশীদারী সংস্থা/অংশীদারী ফার্ম/কোম্পানি। আপনি বর্তমানে বা সমস্ত সংশ্লিষ্ট সময়ে ঋণগ্রহীতা। আপনি হচ্ছেন সেই বন্ধকদাতা(গণ) যিনি আপনার দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টগুলিতে আপনার সম্পদকে নিরাপত্তা হিসাবে প্রদান করেছেন। আপনার অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনি তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
হোম লোন এসি নং ৭৫৫৯৫২৬২০৯	২৮,০০,০০০ টাকা

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
হোম লোন এসি নং ৭৫৫৯৫২৬২০৯	১. টিকিট অনুমোদনের তারিখ ১৫.০৭.২০২৩
	২. ডিপিএন তারিখ ২১.০৭.২০২৩
	৩. টার্ম লোন চুক্তির তারিখ ৩১.০৭.২০২৩
	৪. ডিত২ তারিখ ১৪.১১.২০২৩

উল্লিখিত ঋণের পরিশোধ নিম্নোল্লিখিত সম্পত্তির বন্ধক/হাইপোথেকেশন দ্বারা সুরক্ষিত উল্লিখিত ঋণের পরিশোধটি ফ্ল্যাট নং ১০৩, তৃতীয় তলা, একতলায় গাড়ি রাখার সুবিধা সহ (১সি উত্তরমুখী) ৮৬৫ বর্গফুট বিবেকানন্দপল্লী, ওয়ার্ড নং ২, থানা - দমদম, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৫ অধীন এখানে আপনার মালিকানাধীন তফসিলে দেওয়া হয়েছে।
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ডিফল্ট করেছেন। লোন অ্যাকাউন্টটি ০৭.০৫.২০২৪ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***২৬.০৭.২০২৪ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া বকেয়া নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৫৫৯৫২৬২০৯	২৭,৫৮,৬৬২ টাকা	১,৪০,৪৬৭ টাকা	২৮,৯৯,১২৯ টাকা
	মোট		২৮,৯৯,১২৯ টাকা

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধক/দায়বদ্ধ।
অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **২৬/০৭/২০২৪ তারিখে** বকেয়া পরিমাণ **২৮,৯৯,১২৯ টাকা (আঠাশ লাখ নিরানব্বই হাজার একশ উনত্রিশ টাকা)** টাকা পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই তারিখ থেকে সুদ সহ ১৩(২) ধারা অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধাগ্রস্ত হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনার দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। অনুগ্রহ করে নোট করুন যে সেক এর বিধান অনুযায়ী. আইনের ১৩ (১৩) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা হবে না।
উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
তপশিল : সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নরূপ :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : **সারসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০২৭৪১৩৭৫৮৫ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০০৫০২৬১৪৪৩**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া ৫ কাঠা ১ ছটাক এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা : গৌরী, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২৪, তৌজি নং ১৭২, সিএস খতিয়ান নং ১৪৫, খণ্ড খতিয়ান নং ১২১ ক খ গ হাল খতিয়ান নং ৬২০, এলআর খতিয়ান ১২২, ৭০২, ১৩৫৬, ১৪০২, আরএস দাগ নং ৪ এবং ৪/৩৩৭, এলআর দাগ নং ৮২, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৩, তিনতলায় (৮৬৫ বর্গফুট) এবং কার পার্কিং স্পেস একতলায় (১৮৬ বর্গফুট নং ১সি উত্তর মুখী)বিবেকানন্দপল্লী , ওয়ার্ড নং ২, থানা : দমদম, দক্ষিণ দম দম পুরসভা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৬৫। সম্পত্তি শ্রীমতি উমা ঘোষ, স্বামী অরূপ কুমার ঘোষ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে:** লবি, লিফট এবং সিঁড়ি; **দক্ষিণ :** খোলা আকাশ; **পূর্বে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

তারিখ : ২৬.০৭.২০২৪, স্থান : কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস
প্লট নং ৩৭৭-৩৭৮, ব্লক জিডি
সেক্টর - III, সল্টলেক কলকাতা - ৭০০১০৬

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **শ্রী আবদুল সফিক শেখ,** পিতা রোহিচ আলি শেখ, গ্রাম বাঁশারা বনমালিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৬৩।
২. **শ্রী আবদুল সফিক শেখ,** স্বত্বা : মেসার্স এস কে এন্টারপ্রাইজ, ৩৭ এ, চাউলপট্টি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০০১০।
৩. **শ্রী আবদুল সফিক শেখ,** পিতা : রোহিচ আলি শেখ, ফ্ল্যাট নং এইচ৫, ৩য়তল, নং ১৫৫এ, সুইনহো লেন, কসবা, এসআরও শিয়ালদহ, ওয়ার্ড নং ৬৭, থানা : যাদবপুর, বর্তমানে কসবা, কেএমসি অধীন, কলকাতা : ৭০০০৪২।

বিষয় - আপনার হোম লোন এসি নং ৭৫৯৩৫৩৬৯৯৭ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক যোধপুর পার্ক ব্রাঞ্চ - রেজি.
আপনি ব্যক্তি/অংশীদারী সংস্থা/অংশীদারী ফার্ম/কোম্পানি। আপনি বর্তমানে ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট সমুদয় সময়ের। আপনি হচ্ছেন সেই বন্ধকদাতা(গণ) যিনি আপনার দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টগুলিতে আপনার সম্পদকে নিরাপত্তা হিসাবে প্রদান করেছেন। আপনার অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনি তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
হোম লোন এসি নং ৭৫৯৩৫৩৬৯৯৭	৩৮,৪৯,০০০ টাকা

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
হোম লোন এসি নং ৭৫৯৩৫৩৬৯৯৭	১. টিকিট অনুমোদনের তারিখ ২৮.০৮.২০২৩ এবং অনুমোদনের তারিখ ৩১.০৮.২০২৩
	২. ডিপিএন তারিখ ৩১.০৮.২০২৩
	৩. ডিত২ তারিখ ২৮.০৯.২০২৩
	৪. ডি১২৮ টিএল চুক্তির তারিখ ৩১.০৮.২০২৩

উল্লিখিত ঋণের পরিশোধ নিম্নোল্লিখিত সম্পত্তির বন্ধক/হাইপোথেকেশন দ্বারা সুরক্ষিত হয় উল্লিখিত ঋণের পরিশোধ ফ্ল্যাট নং এইচ৫, (তৃতীয় তলা) প্রেমিসেস নং ১৫৫এ, সুইনহো লেন কসবা এসআরও শিয়ালদা ওয়ার্ড নং ৬৭, থানা - যাদবপুর বর্তমানে কসবা কেএমসি কলকাতা - ৭০০০৪২ অধীন এখানে আপনার মালিকানাধীন তফসিলে দেওয়া হয়েছে।
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি করেছেন। লোন অ্যাকাউন্টটি ০৫/০৬/২০২৪ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***২৬.০৭.২০২৪ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া বকেয়া নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৫৯৩৫৩৬৯৯৭	৩৮,০৬,৮৬৫ টাকা	১,৪৭,৪৮৯ টাকা	৩৯,৫৪,৩৫৪ টাকা
	মোট		৩৯,৫৪,৩৫৪ টাকা

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধক/দায়বদ্ধ রেখেছেন।
অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **২৬/০৭/২০২৪ তারিখে** বকেয়া পরিমাণ **৩৯,৫৪,৩৫৪ টাকা (উনচল্লিশ লাখ চুয়ান্ন হাজার তিনশ চুয়ান্ন টাকা)** টাকা পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই তারিখ থেকে সুদ সহ ১৩(২) ধারার অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনারা দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ১৩ (১৩) অধীনে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা হবে না।
উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
তপশিল : সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নমতে :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : **সারসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০২২৩৩৮১৭৬৩ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৫৬৮৮৬৮৮৫।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট তিনতলায় পরিমাণ ৮৩০ বর্গফুট,অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৫৫ এ, সুইনহো লেন, কসবা, কলকাতা : ৭০০০৪২, ওয়ার্ড নং ৬৭, কেএমসি অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সিএস দাগ নং ৫৪৭ এবং ৫৪৮, সিএস খতিয়ান নং ৪৬০ এবং ৬৮৪, থানা : ওল্ড সদর টালিগঞ্জ যাদবপুর, বর্তমানে কসবা, পরগনা খাসপুর কালেক্টরেট ,তৌজি নং ১৪৫, আরএস নং ২৩৩, জেএল নং ১৩, মৌজা : কসবা,কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৭ এর অংশ। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী আবদুল সফিক শেখ, পিতা রোহিচ আলি শেখ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট এইচ৬, সিঁড়ি; **পূর্বে :** প্রবেশ দ্বার, খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

তারিখ : ২৬.০৭.২০২৪, স্থান : কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস
প্লট নং ৩৭৭-৩৭৮, ব্লক জিডি
সেক্টর - III, সল্টলেক কলকাতা - ৭০০১০৬

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **শ্রী সর্বজিৎ মজুমদার,** পিতা : ইন্দ্রনাথ মজুমদার,ভাষা ১৪ নং , দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৩, মোবাইল নং : ৮৩৩৫৯১১৭১২।
২. **শ্রী সর্বজিৎ মজুমদার,** পিতা : ইন্দ্রনাথ মজুমদার, ৩৫/১বি/২, গোপাল মিস্ত্রি রোড, পো এবং থানা : বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৩৪।
৩. **শ্রী সর্বজিৎ মজুমদার,** পিতা : ইন্দ্রনাথ মজুমদার, ফ্ল্যাট নং ৫বি, ৫মতল,উত্তর পূর্ব পশ্চিম দিকে, হোল্ডিং নং ৬৪, ইটালগাছা বস্তি রোড, অরবিন্দ সরণি, ইন্দিরা গান্ধি স্কুল, ওয়ার্ড নং ১১, পোস্ট : ইটালগাছা, থানা : দম দম, দমদম পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২৮।

বিষয় - আপনার হোম লোন এসি নং ৭৫৫৮১৭৫৫৫৬ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক যোধপুর পার্ক ব্রাঞ্চ - রেজি.
আপনি ব্যক্তি/অংশীদারী সংস্থা/অংশীদারী ফার্ম/কোম্পানি। আপনি বর্তমানে বা সমস্ত সংশ্লিষ্ট সময়ে ঋণগ্রহীতা। আপনি হচ্ছেন সেই বন্ধকদাতা (গণ) যিনি আপনার দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টগুলিতে আপনার সম্পদকে নিরাপত্তা হিসাবে প্রদান করেছেন। আপনার অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনি তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
হোম লোন এসি নং ৭৫৫৮১৭৫৫৫৬	৩২,০০,০০০ টাকা

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
হোম লোন এসি নং ৭৫৫৮১৭৫৫৫৬	১. টিকিট অনুমোদনের তারিখ ১১.০৭.২০২৩
	২. ডিপিএন তারিখ ২৮.০৮.২০২৩
	৩. ডিত২ তারিখ ০৫.০৯.২০২৩
	৪. ডি১২৮ টিএল চুক্তির তারিখ ২৮.০৮.২০২৩

উল্লিখিত ঋণের পরিশোধটি নিম্নোল্লিখিত সম্পত্তির বন্ধক/হাইপোথেকেশন দ্বারা সুরক্ষিত উল্লিখিত ঋণের পরিশোধটি হোল্ডিং নং ৬৪, ইটালগাছা, বস্তি রোড, অরবিন্দ সরণি, ইন্দিরাগান্ধি স্কুলের নিকট, ওয়ার্ড নং ১১, পো. ইটালগাছা, থানা - দমদম, দমদম পুরসভা অধীন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০২৮ অধীন এখানে আপনার মালিকানাধীন তফসিলে দেওয়া হয়েছে।
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি করেছেন। লোন অ্যাকাউন্টটি ০৫.০৬.২০২৪ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***২৬.০৭.২০২৪ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া বকেয়া নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৫৫৮১৭৫৫৫৬	৩১,৩৫,৩২৭ টাকা	১,২৯,৭২১ টাকা	৩২,৬৫,০৪৮ টাকা
	মোট		৩২,৬৫,০৪৮ টাকা

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধক /দায়বদ্ধ।
অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **২৬/০৭/২০২৪ তারিখে** বকেয়া পরিমাণ **৩২,৬৫,০৪৮ টাকা (বত্রিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার আটচল্লিশ টাকা)** টাকা পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই তারিখ থেকে সুদ সহ ১৩(২) ধারার অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধাগ্রস্ত হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনার দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। অনুগ্রহ করে নোট করুন যে সেক এর বিধান অনুযায়ী. আইনের ১৩ (১৩) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা হবে না।
উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
তপশিল : সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নমতে :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : **সারসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭৬৪৫১০২৬ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭৪৯৪৪৫৪৫**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ১ টি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (গ্যারেজ ব্যতীত) ফ্ল্যাট নং ৫বি, ৫মতলে, উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে,সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮৭৫ বর্গফুট , হোল্ডিং নং ৬৪, ইটালগাছা,বস্তি রোড, অরবিন্দ সরণি, ইন্দিরা গান্ধী স্কুলের নিকট, ওয়ার্ড নং ১১, পো : ইটালগাছা, থানা : দম দম, দমদম পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২৮। মৌজা : সুলতানপুর, জেএল নং ১০,আরএস নং ১৪৮,তৌজি নং ১৭২,আরএস দাগনং ২৯৭৯,খতিয়ান নং ১২১/৭, দমদম পুরসভা অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** সিঁড়ি, লিফট এবং অন্যান্যর ফ্ল্যাট; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** খোলা আকাশ।

তারিখ : ২৬.০৭.২০২৪, স্থান : কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস
প্লট নং ৩৭৭-৩৭৮, ব্লক জিডি
সেক্টর - III, সল্টলেক কলকাতা - ৭০০১০৬

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **সরদার রফিক,** পিতা আহম্মদ,গ্রাম : বনমালিপুর, খানপাড়া,পো : বনমালিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা : জীবনতলা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭৪৩৩৬৩।
২. **সালমা সরদার,** স্বামী সরদার রফিক, গ্রাম : বাঁশরা,মাখালতলা (সিটি) বাঁশরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ : পিন : ৭৪৩৩৬৩।
৩. **সরদার রফিক,** পিতা : আহম্মদ, নং ১৫৫এ, সুইনহো লেন, কসবা এসআরও, শিয়ালদহ, ওয়ার্ড নং ৬৭, থানা: যাদবপুর, বর্তমানে কসবা, কেএমসি অধীন, কলকাতা :৭০০৪২।
৪. **সালমা সরদার,** স্বামী সরদার রফিক, নং ১৫৫এ, সুইনহো লেন, কসবা এসআরও, শিয়ালদহ, ওয়ার্ড নং ৬৭, থানা: যাদবপুর, বর্তমানে কসবা, কেএমসি অধীন, কলকাতা :৭০০৪২।

বিষয় - আপনার হোম লোন এসি নং ৭৬১৬৯৫১৭৩১ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক যোধপুর পার্ক ব্রাঞ্চ - রেজি.
আপনার মধ্যে ১ম এবং ২য় ব্যক্তি একজন ব্যক্তি/মালিকানা বিষয়ক/অংশীদারী সংস্থা/কোম্পানী। আপনার মধ্যে ১ম, ২য় এখন বা সমস্ত বস্তুগত সময়ে ঋণগ্রহীতা। আপনার মধ্যে ১ম হল বন্ধকদাতা(গণ) যারা আপনার উভয়ের দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টে নিরাপত্তা হিসাবে তাদের সম্পদ প্রদান করেছেন। আপনাদের উভয়ের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনারা উভয়েই তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
হোম লোন এসি নং ৭৬১৬৯৫১৭৩১	৩৭,৯৯,০০০ টাকা

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
হোম লোন এসি নং ৭৬১৬৯৫১৭৩১	১. টিকিট অনুমোদনের তারিখ ২৮.০৮.২০২৩ এবং অনুমোদনের তারিখ ২৯.০৯.২০২৩
	২. ডিপিএন তারিখ ২৯.০৯.২০২৩
	৩. ডিত২ তারিখ ১৪.১১.২০২৩
	৪. ডি১২৮ টিএল চুক্তির তারিখ ২৯.০৯.২০২৩

উল্লিখিত ঋণের পরিশোধটি নিম্নোল্লিখিত সম্পত্তির বন্ধক/হাইপোথেকেশন দ্বারা সুরক্ষিত উল্লিখিত ঋণের পরিশোধ ফ্ল্যাট নং এইচ১, (এক তলা) প্রেমিসেস নং ১৫৫এ, সুইনহো লেন কসবা এসআরও শিয়ালদা ওয়ার্ড নং ৬৭, থানা - যাদবপুর বর্তমানে কসবা কেএমসি কলকাতা - ৭০০০৪২ অধীন এখানে আপনার মালিকানাধীন তফসিলে দেওয়া হয়েছে।
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি করেছেন। লোন অ্যাকাউন্টটি ০৫/০৬/২০২৪ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***২৬.০৭.২০২৪ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৬১৬৯৫১৭৩১	৩৭,৫৫,৫৪৭ টাকা	১,৪৫,৫৭০ টাকা	৩৯,০১,১১৭ টাকা
	মোট		৩৯,০১,১১৭ টাকা

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধক/দায়বদ্ধ রেখেছেন।
অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **২৬/০৭/২০২৪ তারিখে** বকেয়া পরিমাণ **৩৯,০১,১১৭ টাকা (উনচল্লিশ লাখ এক হাজার একশ সতের টাকা)** টাকা পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই তারিখ থেকে সুদ সহ ১৩(২) ধারার অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধাগ্রস্ত হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনার দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ১৩ (১৩) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা হবে না।
উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
তপশিল : সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নরূপ :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : **সারসাই অ্যাসেট আইডি : ৪০০০৫৬৮৮৬৮৮৫ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ২০০২২৩৩১৭৬৩**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় (ফ্ল্যাট নং এইচ১) পরিমাণ ৯৩৪ বর্গফুট অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৫৫ এ, সুইনহো লেন, কসবা,কলকাতা : ৭০০০৪২, ওয়ার্ড নং ৬৭- কেএমসি অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সিএস দাগ নং ৫৪৭ এবং ৫৪৮ এর অংশ, সিএস খতিয়ান নং ৪৬০ এবং ৬৮৪ , থানা : ওল্ড সদর টালিগঞ্জ, যাদবপুর, বর্তমানে কসবা, পরগনা খাসপুর , কালেক্টরেট তৌজি নং ১৪৫, আরএস নং ২৩৩, জেএল নং ১৩, মৌজা : কসবা, ওয়ার্ড নং ৬৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন অংশ। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম সরদার রফিক। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট, সিঁড়ি; **পূর্বে :** প্রবেশ পথ, সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ২৬.০৭.২০২৪, স্থান : কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে [illegible] "যেখানে যা আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১১.০৯.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা) [illegible]

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১	ক) শ্রীমতি সোনালী মজুমদার এবং শ্রী প্রসেনজিৎ মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১৬, ২৩/ডি, শিব কৃষ্ণ দ লেন, থানা : ফুলবাগান, কলকাতা : ৭০০০৫৪ খ) সোনারপুর শাখা	[illegible] **দখলের ধরন : প্রতীকী।**	৯,৮০,৬৭৪.০০ টাকা (নয় লাখ আশি হাজার ছশো চুয়াত্তর টাকা) ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50485605717 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (১১.০৯.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

[illegible] (https://www.ebkray.in) [illegible] support.ebkray@psballiance.com [illegible] ১) www.indianbank.in এবং ২) https://www.ebkray.in [illegible]

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২২.০৮.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

[illegible] উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) ধারার বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।"

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বর্ণনা
১	**শ্রী তড়িৎ বিশ্বাস,** পিতা সুশীল বিশ্বাস **(ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা, অ্যাকাউন্ট নং এইচবিএল : তড়িৎ বিশ্বাস, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং এফ২, ব্লক ডি, ৩য়তল, রূপসা কমপ্লেক্স, এন-২০০, মুদিয়ালি রোড , গার্ডেন রিচ, কলকাতা : ৭০০০২৪,** আরও জে-৪৪৫/২, হরিবাবুর পল্লি, গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০০২৪ এবং **শ্রীমতি টুম্পা বিশ্বাস (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** স্বামী শ্রী তড়িৎ বিশ্বাস, ফ্ল্যাট নং এফ২, ব্লক ডি, ৩য় তল, রূপসা কমপ্লেক্স, এন-২০০, মুদিয়ালি রোড , গার্ডেন রিচ, কলকাতা : ৭০০০২৪, আরও জে-৪৪৫/২, হরিবাবুর পল্লি, গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০০২৪ । **শাখা : পর্ণশ্রী পল্লি শাখা**	২৬.০২.২০২৪ এবং ১৯.০৮.২০২৪	**১৮,৯৬,৩১৮.০০ টাকা (আঠার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশ আঠার টাকা)** ২৭.০২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	**বন্ধকদত্ত সম্পদ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ কমবেশি ৬৯৪.০৩ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং এফ-২, ব্লক -১, ইউনিট নং ডি, তিনতলায় উত্তর-পশ্চিম দিকে, (ইউনিট) ভবনের নাম " রূপসা" অবস্থান নির্মিত জমির পরিমাণ কমবেশি ২ বিঘা ৮ কাঠা অবস্থিত মৌজা : গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ, তৌজি নং ৩০০৪, সিট নং ১১১, খতিয়ান নং ২০, দাগ নং ১২, ১৩, ১৪, ১৮, ২৪, ২৫ এবং ২৬, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩৩ অধীন, প্রেমিসেস নং এন-২০০, মুদিয়ালি রোড, কলকাতা : ৭০০০২৪, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী তড়িৎ বিশ্বাস, পিতা শ্রী সুশীল বিশ্বাস এবং শ্রীমতি টুম্পা বিশ্বাস স্বামী তড়িৎ বিশ্বাস, **চৌহদ্দি :** উত্তরে :গোপীনাথ গাঁতাইত এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পূর্বে : পাল এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : দেবী হাজরা এবং অন্যান্যর জমি।
২	১. **শ্রী সমর হরিজন (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা বসন্ত হরিজন, **ঠিকানা :** ১৩২, এম জি রোড, থানা : বজবজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭, আরও ফ্ল্যাট নং এ-১, ২য়তল, (পশ্চিম দিকে) ওয়েস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং সি-১০-৫৫/ নিউ দৌলতপুর রোড বাই লেন-১, পো : বিবেকানন্দ পল্লি, থানা : মহেশতলা, কলকাতা ৭০০১৩৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২. **শ্রীমতি সাগতা সরকার (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা দেবাশিস সরকার, ঠিকানা : ১৩২, এম জি রোড, থানা : বজবজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭, আরও ফ্ল্যাট নং এ-১, ২য়তল, (পশ্চিম দিকে) ওয়েস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং সি-১০-৫৫/ নিউ দৌলতপুর রোড বাই লেন-১, পো : বিবেকানন্দ পল্লি, থানা : মহেশতলা, কলকাতা ৭০০১৩৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৩. **শ্রীমতি বিরাজ হরিজন (জামিনদাতা),** স্বামী বসন্ত হরিজন, ঠিকানা ১৩২, এম জি রোড, থানা : বজবজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭, আরও ফ্ল্যাট নং এ-১, ২য়তল, (পশ্চিম দিকে) ওয়েস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং সি-১০-৫৫/ নিউ দৌলতপুর রোড বাই লেন-১, পো : বিবেকানন্দ পল্লি, থানা : মহেশতলা, কলকাতা ৭০০১৩৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৪. **শ্রীমতি রীনা সরকার (জামিনদাতা),** স্বামী দেবাশিস সরকার,ঠিকানা : বিধান সরণি, থানা : মধ্যমগ্রাম, কলকাতা : ৭০০১২৯, আরও ফ্ল্যাট নং এ-১, ২য়তল, (পশ্চিম দিকে) ওয়েস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং সি-১০-৫৫/ নিউ দৌলতপুর রোড বাই লেন-১, পো : বিবেকানন্দ পল্লি, থানা : মহেশতলা, কলকাতা ৭০০১৩৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **শাখা : উত্তর রাইপুর শাখা**	২৬.০২.২০২৪ এবং ২০.০৮.২০২৪	**১০,৭৫,৮২২.০০ টাকা (দশ লাখ পঁচাত্তর হাজার আটশ বাইশ টাকা)** ১৪.০৫.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	**বন্ধকদত্ত সম্পদ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-১, পরিমাণ ৭৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ড্রইং/ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা, পশ্চিম দিকে দোতলায় উক্ত তিনতলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত তিনতলা বসবাসের ভবন নির্মিত এবং বা স্থাপিত অবস্থিত মৌজা : দৌলতপুর, জেএল নং ১৯ , পরগনা : বালিয়া, আরএস নং ৪২, তৌজি নং ১৫২১ অধীন, দাগ নং ৬৬, সাবেক খতিয়ান নং ৫৩৭, হাল খতিয়ান নং ৩২৫৭ , মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩০, হোল্ডিং নং সি১০-৫৫/নিউ দৌলতপুর, বাইলেন-১, থানা : মহেশতলা, দলিল নং ১৬০২০৩০৫৬-২০১৭, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৫৮৭২ থেকে ৮৫৯০৬, স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী সমর হরিজন এবং শ্রীমতি সাগতা সরকার। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : এস মুখার্জি এবং অন্যান্যর জমি এবং ভবন ; দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পূর্বে : মৈনাক ঘোষ এবং অন্যান্যর জমি ; পশ্চিমে : ৮ ফুট ২ ইঞ্চি সাধারণ চলার পথ।

তারিখ- ২২.০৮.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান- কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন ৪-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H17299250621013003 & H17299250621013003L	1) মেসার্স ওম এজেন্সী (ইহার মালিক দীপক লাল মাধ্যমে) ঋণগ্রহীতা হিসাবে এবং 2) দীপক লাল, 3) আনন্দ লাল এবং 4) রেণু দেবী লাল সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ হিসাবে	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ **অনুসূচি - I** সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : 2 কাঠা 10 ছটাক পরিমাপের জমির অবিভক্ত, আনুপাতিক ভাগিদারী সহ একত্রে, 726 বর্গফুটের সুপার বিল্ড আপ আয়নত থাকা ইমারতের ফার্ষ্ট ফ্লোরে (সামনের দিকে) স্বয়ং নিহিত ফ্ল্যাট, যেটা পথাধিকার, সুবিধাদি ও সুযোগ-সুবিধার অধিকার সহ একত্রে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যেই পরিসর নং 28, ঝামাপুকুর লেন, কোলকাতা 700009, থানা : আমহার্ষ্ট স্ট্রিট, পোষ্ট অফিস - রামমোহন রায় সরণী, জেলা - কোলকাতা, কে.এম.সি. ওয়ার্ড নং 38'য়ে আছে ও অবস্থিত। পূর্ব - পরিসর নং 27/1, ঝামাপুকুর লেন পশ্চিম - 15 ফুট চওড়া ঝামাপুকুর লেন উত্তর - নর্দমাযুক্ত পরিখা দক্ষিণ - পরিসর নং 27/1, ঝামাপুকুর লেন	11-06-2024	06/06/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ 46,72,762.06/-	17-08-2024
H17299270921021442 & H17299280921014926	1) মেসার্স মোহিত ষ্টীল কর্পোরেশন (ইহার মালিক জয়প্রকাশ কেডিয়া মাধ্যমে) ঋণগ্রহীতা হিসাবে এবং 2) জয়প্রকাশ কেডিয়া, 3) সুলোচনা কেডিয়া সহ-ঋণগ্রহীতা৺গণ হিসাবে 4) রেণু দেবী লাল সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ হিসাবে	**অনুসূচি - I** সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং 1ম-কে, পরিমাপ কম-বেশী 1064 বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ আয়তন এবং যেটা ব্লক নন্দ্রট হিসাবে নামাঙ্কিত বা কথিত ইমারতের ফার্ষ্ট ফ্লোরে অবস্থিত আর যেটা জে.এল. নং 14'তে নিহিত মৌজা বালি'তে খতিয়ান নং 2599 ও 2600 অধীনে দাগ নং 18089 ও 18090'তে দণ্ডায়মান বা নির্মিত, যেটা কথিত ফ্ল্যাটের জন্যে কথিত জমিতে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগিদারীর সঙ্গে একত্রে এবং কথিত ইমারতে ও কথিত ফ্ল্যাটের জন্যে কথিত জমিতে অবিভক্ত কমন এরিয়া বা অংশের সঙ্গে একত্রে, তাহাতে অন্য সমস্ত সুবিধাভোগী অধিকার, সুবিধা ও বিশেষ সুবিধার সঙ্গে একত্রে, বালি পৌরসভা, থানা বালি, পোষ্ট অফিস বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া'র মধ্যেই, বর্তমানে হোল্ডিং নং/পরিসর নং 322, জি.টি. রোড, হাওড়া হিসাবে বিদিত। পূর্ব - শৈলেন্দ্র মান্না দ্বারা অধিকৃত পরিসর পশ্চিম - জি.টি. রোড উত্তর - পৌরসভার নর্দমা দক্ষিণ - মেসার্স ইন্দো জাপান ষ্টীল লিমিটেড দ্বারা অধিকৃত পরিসর নং 5/1, জি.টি. রোড, বেলুড়মঠ, হাওড়া।	11-06-2024	06/06/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ 47,70,061.89/-	17-08-2024

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

তারিখ: 22.08.2024
স্থান: কলকাতা

জেলা প্রশাসনের নজরদারি টিমের বিরুদ্ধে জুলুমবাজির অভিযোগ

ছোট ইস্যু ঘিরে ডায়াগনস্টিক সেন্টার শিল, হেনস্তা, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জেলা প্রশাসনের নজরদারি টিমের একাংশের বিরুদ্ধে জুলুমবাজির অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন মালদা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড পলিক্লিনিক মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার দুপুরে বিভিন্ন দাবি সহ নানা বিষয়গুলি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেন কর্মকর্তারা। তার আগে মালদা শহর জুড়ে একটি মিছিল করে ওই সংগঠনের শতাধিক সদস্যরা। পাশাপাশি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে গণস্বাক্ষর সম্বলিত ওই সংগঠনের ডেপুটেশন কপি রাজ্য প্রশাসনের কাছেও পাঠানোর কথা জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, মালদা জেলায় কয়েকশো ডায়াগনস্টিক এবং পলিক্লিনিক সেন্টার রয়েছে। যেখানে প্রতিনিয়ত রোগীরা বিভিন্নভাবে শারীরিক পরীক্ষা করিয়ে থাকেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী রক্তের নমুনা সংগ্রহ এবং শারীরিক পরীক্ষা করা হয় এইসব পলিক্লিনিক সেন্টাগুলিতে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি নজরদারি টিম পলিক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিতে তদারকি চালানোর কাজ শুরু করেছে। অনিয়মভাবে এই সেন্টারগুলি যাতে না পরিচালিত হয়, সেই জন্য জেলা প্রশাসনের নজরদারি টিম রীতিমতো কাজ করে চলেছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন ক্লিনিকে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মী ছাড়া রোগীদের রক্ত নমুনা সংগ্রহ বা শারীরিক পরীক্ষা করা যায় না। এছাড়াও বিভিন্ন পলিক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিতে রোগীদের বসার ব্যবস্থা এবং সার্বিক পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখে জেলা প্রশাসনের নজরদারি টিম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কর্মকর্তাদের অভিযোগ, নজরদারি চালানোর নামে তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। কথায় কথায় বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও পলিক্লিনিক সেন্টারগুলি শিল করে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবেও তাদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

মালদা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড পলি ক্লিনিক মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মলয় বসাক বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি নজরদারি টিম বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। কোনো রোগী পলিক্লিনিক সেন্টারে শারীরিক পরীক্ষার জন্য রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তারপর হয়তো ওই রোগীর হাতে থাকা একটা সামান্য কটন কোথাও ফেলে দিলে, সেটিকে ইস্যু করে অযথা ক্লিনিক সেন্টার শিল করে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। একের পর এক মালদার ডায়াগনস্টিক সেন্টার অথবা পলিক্লিনিক সেন্টারগুলি যদি এভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে আগামী দিনে আমাদের আন্দোলনে নামা ছাড়া কোনও উপায় থাকছে না।

সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সভাপতি মলয় বসাক আরো বলেন, নজরদারি চালানোর ক্ষেত্রেও দমকল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ীদের হেনস্তা হতে হচ্ছে। এব্যাপারেও আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এদিকে মালদার দমকলের বিভাগীয় আধিকারিক স্বপন কুমার দাস জানিয়েছেন, জেলা নজরদারি টিমের সঙ্গে দমকল কর্তৃপক্ষের কোনও সম্পর্ক নেই। জেলা প্রশাসন আলাদাভাবে নজরদারি চালিয়ে থাকে। তবে ওই সংগঠন যে অভিযোগ তুলছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে ১০ দফা দাবি নিয়ে একটি ডেপুটিশন দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

---

e-Tender Notice

NIT No. 19/24-25, dt. 16/08/2024 Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 3 nos) Total Amount: Rs. 9,15,248.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 23/08/2024 upto 12-00 p.m. (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)

Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

OFFICE OF THE
MAHULA-II GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O- PULINDA
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER BELDANGA-I DEVELOPMENT BLOCK

e–Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT:- 05 Memo- 116/15th F.C/ M2GP/2024-25, DATE:-21-08-.2024
The last date for online submission of all tender is **29/08/2024, up to 17:30hours.** For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.

Sd/- Prodhan
Mahula-II Gram Panchayat

---

e-Tender Notice

e-TENDER invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Dev. Block, North 24 Parganas. Tender Notice No: CHOW-II/424/24, Dated: 20/08/2024. Tender Id 2024_ZPHD_736916_1 to 6. Last date of Bid submission: 29/08/2024 upto 4 PM. Technical Bid open: 02/09/2024 at 12.30 PM. Details on: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Dev. Block, North 24 Parganas

---

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৯.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং. ১, টেন্ডার নং ঃ টি এন-১৩২-২৪-২৫। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে দমদম জংশন - ডানকুনি আপলাইনে (কিমি ৮ থেকে ১০) এবং দমদম জংশন কাকুরগাছি রোড ডাউন মেন লাইনে (কিমি ৪ থেকে ৫)-এর সেস/সাব-ব্যাংক মেরামতি দ্বারা পাড়-এর পুনরুদ্ধার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২১,০৫,৪৪৩.৪০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১০,৫০০.০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৩৩-২৪-২৫। কাজের নামঃ** বালিগঞ্জ এবং বজবজে (২২০০০ গ্যালন ক্ষমতার) নতুন আরপিজি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৫১,৪৭,০৭৩.৩৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২৫,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। উভয়ক্ষেত্রে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় (উভয়ক্ষেত্রে) ঃ** ১৩.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের পতিতে টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(SDAH-151/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর- ৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ ঃ ১. টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৪-২৫-০৮আরটি১,** ৮ চাকার টাওয়ার কার নং ৬৫২৩ (ডিইটিসি)-মেরামতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,৩৯,৬০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২৮,৮০০ টাকা। ২. **টিআরডি-কেজিপি- ডব্লু-২০২৪-২৫-১০,** খড়গপুর ডিভিসনে টাওয়ার ওয়াগন নং ৬০৭৬-এর ক্ষতিগ্রস্ত এডিজিবি-র মেরামতি (হাইড্রলিক প্রেস দ্বারা ভেঙে ফেলার সঙ্গে সরবরাহ ও ফিট করা এবং সূচনা ও ফুলটাস টাওয়ার ওয়াগনের এডিজিবি-র পরীক্ষা)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১১,৫৬,৩৫২.৮০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২৩,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১২.০৯.২০২৪। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৩ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** ১২.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-503)

OFFICE OF THE PURBAKHILKAPUR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful Bidders for execution of the works mentioned below . **NIT NO:- PUKGP/Tender/tied/2024-2025/02,Tender Id 2024_ZPHD_736420_1 to 2024_ZPHD_ 736420_2** . Construction of 2 Nos Pucca drain with cover. **Tender Amount : Rs. 215525.00, 215525.00**. Last date of bid Submission : **27/08/2024 at 5 p.m**. Date of Opening Tender : **29/08/2024.**

Sd/ Prodhan,
Purbakhilkapur Gram Panchayat.
Barasat-1 Panchayat Samity
North 24 Parganas.

Date Corrigendum-1

NIT No. - SFDC/MD/NIT- 05(e)/ 2024-25 (2nd Call) (Sl. No. 1 & 2)
Tender Id:
(I) 2024_SFDCL_722766_1
(ii) 2024_SFDCL_722766_2
Schedule of Dates:
Bid Submission End Date - 29/08/2024 upto 4.00 p.m.
Date of opening Technical Bid - 31/08/2024 at 4.00 p.m.
Note:- Details of information are available in the website
https://wbtenders.gov.in.

এসবিআই, আরএসিপিসি, রাজারহাট, শাখা কোড:-১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার,২য় ফ্লোর, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে,
নিউ টাউন, কলকাতা- ৭০০১৬১, , ই-মেইল sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, রাজারহাট** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, রাজারহাট** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী** পিতা- চিত্তরঞ্জন মুখার্জি, ফ্ল্যাট নং - ২০১, প্রথম ফ্লোর, মৌজা- মাটকল, প্রেমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গারুই, পোস্ট - রবীন্দ্রনগর, থানা - দমদম, কলকাতা-৭০০০৬৫ এছাড়াও প্রযত্নে গাগনাবাদ হাই স্কুল, পোস্ট- গাগনাবাদ, পুরুলিয়া, থানা-আদ্রা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২৩১২১ এছাড়াও গ্রাম- সুভাষ নগর পোস্ট ও থানা- আদ্রা, পুরুলিয়া, জেলা পিন ৭২৩১২১	১ম ফ্লোরে উত্তর পশ্চিম দিকে মার্বেল মেঝের, প্রায় ৬৫০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আছে ২টি বেড রুম, ১টি রান্নাঘর কাম ডাইনিং, ১টি বারান্দা, ১টি টয়লেট, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ উক্ত বিল্ডিং এর সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলি সহ যার অবস্থান- মৌজা মাটকল, আর.এস. দাগ নং ৮৪২, আরএস খতিয়ান নং ২৭১; জেএল নং- ১৫, আরএস নং ১৭১, তৌজি নং ১৬০/১৬২, অতিরিক্ত জেলা সাব- কাসিপুর, দমদম এর মধ্যে, এবং হোল্ডিং এবং প্রিমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গারুই, পোস্ট- রবীন্দ্র নগর, থানা-দমদম, লিফট সুবিধা নেই, কলকাতা ৭০০০৬৫ দক্ষিণ দম দম পৌরসভার মধ্যে, ৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা। উল্লিখিত ফ্ল্যাটটি মোট যে জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে তার পরিমাপ প্রায় ১ (এক) কাঠা ১২ (বার) ছটাক ১৬ (যোল) বর্গফুট কমবেশি। স্বত্ব দলিল বই - ১, ভলিউম নম্বর ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৮৯২৩৯ থেকে ৩৮৯২৬৬ পর্যন্ত -তে ২০২৩ সালের বিয়িং নং ১৫০৬১৩৪৫১ -এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী** পিতা- শ্রী চিত্তরঞ্জন মুখার্জীর **নামে আছে। সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-** প্লট নং ৩, **দক্ষিণে-** দাগ নং ৮৪২, **পূর্বে-** দাগ নং ৮৪৭, **পশ্চিমে-** ১০ ফুট প্রশস্ত মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা।	১) ১৭.০৫.২০২৪ ২) ২১.০৮.২০২৪ ৩) ২০,৯৯,০৮১.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ নিরানব্বই হাজার একাশি টাকা মাত্র) ১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি এর সাথে আরও সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ।
২.	**শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী** পিতা- চিত্তরঞ্জন মুখার্জি, ফ্ল্যাট নং - ২০১, প্রথম ফ্লোর, মৌজা- মাটকল, প্রেমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গারুই, পোস্ট - রবীন্দ্রনগর, থানা - দমদম, কলকাতা-৭০০০৬৫ এছাড়াও প্রযত্নে গাগনাবাদ হাই স্কুল, পোস্ট- গাগনাবাদ, পুরুলিয়া, থানা-আদ্রা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২৩১২১ এছাড়াও গ্রাম- সুভাষ নগর পোস্ট ও থানা- আদ্রা, পুরুলিয়া, জেলা পিন ৭২৩১২১	১ম ফ্লোরে উত্তর পূর্ব দিকে মার্বেল মেঝের, প্রায় ৬০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আছে ১টি বেড রুম, ১টি রান্নাঘর কাম ডাইনিং, ১টি বারান্দা, ১টি টয়লেট, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ উক্ত বিল্ডিং এর সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলি সহ যার অবস্থান- মৌজা মাটকল, আর.এস. দাগ নং ৮৪২, আরএস খতিয়ান নং ২৭১; জেএল নং- ১৫, আরএস নং ১৭১, তৌজি নং ১৬০/১৬২, অতিরিক্ত জেলা সাব- কাশীপুর, দমদম এর মধ্যে, এবং হোল্ডিং এবং প্রিমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গারুই, পোস্ট- রবীন্দ্র নগর, থানা-দমদম, লিফট সুবিধা নেই, কলকাতা ৭০০০৬৫ দক্ষিণ দম দম পৌরসভার মধ্যে, ৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা। উল্লিখিত ফ্ল্যাটটি মোট যে জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে তার পরিমাপ প্রায় ১ (এক) কাঠা ১২ (বার) ছটাক ১৬ (যোল) বর্গফুট কমবেশি। স্বত্ব দলিল বই -১, ভলিউম নম্বর ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৯১২২৭ থেকে ৩৯১২৫৪ পর্যন্ত তে ২০২৩ সালের বিয়িং নং ১৫০৬১৩৫০৯ এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী** পিতা- শ্রী চিত্তরঞ্জন মুখার্জীর **নামে আছে। সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-** প্লট নং ৩, দক্ষিণে- দাগ নং ৮৪২, পূর্বে- দাগ নং ৮৪৭, পশ্চিমে- ১০ ফুট প্রশস্ত মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা।	১)১৭.০৫.২০২৪ ২) ২১.০৮.২০২৪ ৩) ১৭,৩৭,৯৬৫.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার নয়শো পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র) ১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি এর সাথে আরও সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ।

তারিখ: ০৫.০৩.২০২৪
স্থান: রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

1) WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/NIT-18/2024-2025
Memo no:- 1399/PWD/BM/2024-25
Date:-20.08.2024
Name of the Work:-10 (Ten) Different type of Civil and Electrical works in ward nos. 05, 06, 10, 14, 18 & 20.
(2) WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/NIT-19/2024-2025
Memo no:- 1400/PWD/BM/2024-25
Date: 20.08.2024
Name of the Work- 08 (Eight) Different type of Civil works in ward no- 01, 11, 12, 15.
Last Date of Submission **02.09.2024**, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website: **www.bolpurmunicipality.org**.

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র/আরএস/সি, দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে/নোয়াপাড়া, কলকাতা, নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম:** দুই বছরের জন্য ৮টি এমআর-৩০০ সিরিজ রেকে (এমআর-৩০১, এমআর-৩০৩, এমআর-৩০৪, এমআর-৩০৬, এমআর-৩০৭, এমআর-৩০৯, এমআর-৩১১ এবং এমআর-৩১৩ রেকসমূহ) ফিট করা মেধা নির্মিত ১০০ কেভিএ ইনভার্টার, ৫০ কেভিএ ইনভার্টার এবং ৫কেডব্লু ডিসি-ডিসি কনভার্টার -এর জন্য সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য:** ৭,১৩,৯৪,২৭০.২৪ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৫,০৭,০০০.০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৫.০৯.২০২৪ তারিখ বেলা ১১.৩০ মিনিট (প্র.ভা.স.) পর্যন্ত। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা:** ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র/ আরএস/সি, দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৯০-এর অফিস। **ওয়েবসাইটের বিবরণ:** https://www.ireps.gov.in।

ই-টেন্ডার নংঃ এমআর-ইএল-আরএস-এনওএ-ওটি-২৪-২৫-০১

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour,
South 24-Parganas

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for execution of 04 (Four) nos. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.-WBMAD/ ULB/ DHM/NIT-03/338(e)/2024-25.** Bid Submission Start Date:- **21.08.2024.** Last date of online submission: **28.08.2024.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

NOTICE

Sealed application are invited from bonafied Advt. Agencies for the Advt. At various vacant places of Hooghly Nadi Jalapth Paribahan Samabay Samity Ltd. Within 29th August, 2024. 4/5, R.B.C. Road, Howrah -1.
Contact: 9007550155

Secretary
Hooghly Nadi Jalapath Paribahan Samabay Samity Limited

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 88 to 92 and 273(3rd Call), 278 (3rd Call), 122(3rd Call), 151(2nd Call)/ 2024-2025 Dated. 21-08-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil, Electrical works at Murshidabad, Coochbehar, Purulia, Birbhum, Jalpaiguri and North 24 Parganas District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **22-08-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **06-09-2024 and 13-09-2024 upto 3.00 pm**

Date: 21.08.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/2024-25 Dated 20.08.2024	Repairing & Renovation of Dwarir Road From Chowhati Dhamaitala More to Panchayat Border at Ward No.- 23 , 24 & 25 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 5,63,082.00

Bid Submission end date: 31.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/2024-25 Dated 21.08.2024	Construction of Concrete road with covered surface drain near H/O Dilip Mondal in Golbera at ward no-26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 2,75,594.00
WBMAD/ULB/ RSM/2024-25 Dated 21.08.2024	REPAIRING & RENOVATION OF BLACKTOP ROAD AT B.C. ROY ROAD BESIDE GARRISON FACTORY IN WARD NO.- 26 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY	Rs. 2,64,712.00

Bid Submission end date: 31.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

Colour Work of Existing Building at New Market Bus Stand in Ward No.- 14, Plot No.- 1224 & 1381, Mouza:- Bongaon, J.L No.- 116, Khatian No.- 6031, Under Bongaon Municipality in the Dist. of North 24 Parganas. **Tender reference–WBMAD/NIeT/ 32/BM/2024-25/PWD Date: 21.08.2024.Tender ID-2024_ MAD_736972_1.** 1.Bid Submission Start date – **21.08.2024 at 05.00 PM.** 2.Prebid meeting date – **27.08.2024 at 02.00 PM.** 3.End date – **29.08.2024 at 12.00 PM.** 4.Bid opening date:- **31.08.2024 at 12.00 PM**. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/ Chairman,
Bongaon Municipality

Shankarpur-I Gram Panchayet
Vill.+P.O.: Shankarpur, P.S.: Baruipur, Dist.: South 24 PGS., Pin-743610

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experiecned bidders for execution of different development works vide **NIT No.: 04, Memo No.: 207/SGP-I/24-25, Date: 21.08.2024. Scheme- 5 Nos., NIT No.: 05, Memo No.: 208/SGP-I/24-25, Date: 21.08.2024. Scheme- 6 Nos. Fund : 15th FC (Tied, 1st Installment 2024-2025),** Date of publish of Tender: **21.08.2024 from 05:30 PM.** Last Date of Submission: **30.08.2024 upto 02:00 PM.** Date of opening of Tender: **02.09.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office. **Sd/-**

Prodhan
Shankarpur-I Gram Panchayet

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. E.T. No. 29/PW/ Eng/24 Dt. 20.08.24

Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/-
SE,
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

নং.ঃ ওএএইচ/২/১/জিইএনএল তারিখ ১৯.০৮.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **[সিনিয়র ডিইএন/এইচও/এইচডব্লএইচ-এর অধীনে]** সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. ঃ **১৬২-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লএইচ-এর অধীনে পিএফ নং. ২৪-এর সূচনার পরিপ্রেক্ষিতে পিএফ-এর রক্ষাকারী দেওয়াল, স্ল্যাব, মাটি কাটা, নর্দমা, ট্র্যাক বেড ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,১৮,৩৭,০৪২.১৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৫৯,২০০.০০। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৪ (চার) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ **আইআরইপিএস** ওয়েবসাইটের প্রায়োগিকপদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডারনথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে গ্রহণ করা হবে। দ্রষ্টব্য ঃ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) প্রদেয় বায়না অর্থরূপে আই-আরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)- এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবেনা।

(HWH-231/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়া সার্ভিসকে। (পূর্বে, এল&টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H17866190221063749, H17866180221063939, H17866180221114426, H17866190221024754, H17866190221063749L, H17866180221114426L	1. অশোক বিজয় সিন্‌হা 2. মহুয়া সিন্‌হা 3. হোটেল আদিত্য ইন্টারন্যাশনাল (ইহার অংশীদার অশোক বিজয় সিন্‌হা মাধ্যমে)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 08/08/2024 এনপিএ তারিখ : 05/07/2024	05/08/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ2,08,37,473.80 (টাকা দু কোটি আট লাখ সাঁইত্রিশ হাজার চারশো তিয়াত্তর এবং আশি পয়সা)	**অনুসূচি-I** সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : পৌরসভা পরিসর নং 186এ, রাজা রামমোহন রোড, মৌজা থানা বেহালা, সিরিটি, কোলকাতা – 700 041'র ওপর অবস্থিত বিল্ডিং কমপ্লেক্সের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে একটা আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্থান নং 40'র সঙ্গে একত্রে অবনী অর্কিড নামে বিদিত বিল্ডিং কমপ্লেক্সে, ব্লক নং 1'য়ে, ফোর্থ ফ্লোরে, 1326 বর্গফুট পরিমাপের, ফ্ল্যাট নং 4সি। **অনুসূচি-II** সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : প্রায় 2 কাঠা 4 ছটাক ও 12 বর্গফুট পরিমাপের জমি, যার গ্রাউণ্ড ফ্লোরের আচ্ছাদিত আয়তন 901 বর্গফুট এবং মেজানাইন ফ্লোরের আচ্ছাদিত আয়তন প্রায় 165 বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোরের আচ্ছাদিত আয়তন প্রায় 901 বর্গফুট (মোট আচ্ছাদিত আয়তন 1967 বর্গফুট), যার সঙ্গে একত্রে টু স্টোরেড বিল্ডিং আছে এবং মৌজা সিরিটি'র খতিয়ান নং 1093, জে.এল. নং 11, তৌজি নং 2, 25, 177, 411, আর.এস. নং 186, পুরাতন থানা ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, কোলকাতা – 700 082 অন্তর্গত এস.এস. ইউনিট বেহালা, দাগ নং 682'তে অন্তর্ভুক্ত থাকা অধীনে, কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার মধ্যেই ওয়ার্ড নং 115'তে, অ্যাসিসি নং 411151201706, পরিসর নং 44/128, রাজা রামমোহন রোড হওয়া সকল সুবিধাজনক অধিকার সহ এবং ইহার নীচে মতো সীমানাবদ্ধ :– সীমানা: পূর্ব – পরিসর নং 239, করুণাময়ী ঘাট রোড, কোলকাতা 700082; পশ্চিম – কে.এম.সি. রোড; উত্তর – পরিসর নং 44/129, রাজা রামমোহন রোড, কোলকাতা 700082; দক্ষিণ – কে.এম.সি. রোড। **অনুসূচি-III** সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের ঠিকানা : কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কে.এম.সি. ওয়ার্ড নং 121, বরো নং Xiv অধীনে পরিসর নং 1, রাজা রামমোহন রায় রোড, থানা বেহালা, কোলকাতা–700 041 হওয়া, মৌজা সিরিটি, জে.এল. নং 11'তে আর.এস. খতিয়ান নং 411, 412, ও 420 অধীনে আর.এস. দাগ নং 472, 473, 475 এবং 476'র ওপর নির্মিত, কমন এরিয়া তথা সুবিধাদি ব্যবহার করার অধিকারের সঙ্গে একত্রে গ্রাউণ্ড লেভেলে অবস্থিত কার পার্কিং স্থানের সঙ্গে একত্রে ব্লক – 2, 10ম ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং 10এম, 982 বর্গফুট কার্পেট এরিয়া পরিমাপ এবং 1024 বর্গফুট বিল্ড আপ এরিয়া তথা জমির আনুপাতিক ভাগিদারী।

তারিখ: 22.08.2024
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৬.০৯.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে ''**যেখানে যেমন আছে**'', ''**যা আছে তা আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**'' ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গোবিন্দপুর শাখা, সুরক্ষিত পাওনাদার** -এর **১৪,১২,০০৮.০০ টাকা** (চোদ্দো লক্ষ বারো হাজার আট টাকা মাত্র) **০৬.১১.২০২৩ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য খরচ এবং খরচ বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্রীমতী মলি পাল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রী কৌশিক পাল (জামিনদার),** ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থ তল, জে.এন. বোস রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৪৬ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা: **শ্রীমতী মলি পাল** ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থ তল, জে.এন. বোস রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৪৬ **জামিনদার:** **শ্রী কৌশিক পাল** ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থ তল, জে.এন. বোস রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৪৬ খ) গোবিন্দপুর শাখা	প্রায় ৮ (আট) কাঠা ৫ (পাঁচ) ছটাক ০ (শূন্য) বর্গফুট পরিমাপিত জমির উপর কমবেশি ৫১৭ বর্গফুট পরিমাপিত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, নির্মীয়মান ৩য় তলায় অবস্থিত ফ্ল্যাট নং সি -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল। মৌজা- কোদালিয়া, জে এল নং ৩৫, আর.এস নং ১৪৯, তৌজি নং ১২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৪১০৪, ৪১০৫, ৪১০৬, আর.এস. দাগ নং ২৫৯, এল.আর দাগ নং ৩৩১, হোল্ডিং নং ১৯, জে. এন. বোস রোড, রাজপুর- সোনারপুর পৌরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং থানা- সোনারপুর-এর অন্তর্গত, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) -এ অবস্থিত, ২০১৫ সালের দলিল নং ১৬০৮০৩৯০৪, বই নং I, ভলিউম নং ১৬০৮-২০১৫, ২৭২৭৬ থেকে ২৭৩০৭ পৃষ্ঠায় রেজিস্ট্রিকৃত, **সম্পত্তিটি শ্রীমতী মলি পলের নামে। চৌহদ্দি** - উত্তরে : পিডব্লিউডি রোড, দক্ষিণে: আর. এস. দাগ নং ২৬০ দ্বারা, পূর্বে: আর. এস. দাগ নং ২৬২ দ্বারা, পশ্চিমে: নর্দমা এবং পৌরসভার রাস্তা দ্বারা।	**১৪,১২,০০৮.০০ টাকা** (চোদ্দো লক্ষ বারো হাজার আট টাকা মাত্র) **০৬.১১.২০২৩ অনুযায়ী** সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, অন্যান্য খরচ এবং খরচ	ক) **১০,১২,০০০.০০ টাকা (*)** (দশ লক্ষ বারো হাজার টাকা মাত্র) খ) **১,০১,২০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ এক হাজার দুইশত টাকা মাত্র) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB50233304808** ঙ) উপরোক্ত সম্পত্তির উপর অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান ও তথ্যের কোন দায়বদ্ধতা নেই। চ) **বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ২৬.০৯.২০২৪ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https://www.ebkray.in**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**, ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্সিয়াল টাওয়ার, ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকটে, ওয়াদালা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৩৭ -তে ফোন করুন (**যোগাযোগ ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি:- support.ebkray@psballiance.com**)
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- (১) **https://www.ebkray.in** এবং (২) **https://www.ebkray.in পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''৮২৯১২ ২০২২০'' -এ যোগাযোগ করুন।**
দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ অংশীদার(গণ)/জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এরও প্রতি

তারিখ: ২১.০৮.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে ১-২ গোলে হার লাজংয়ের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গল। শিলংয়ের মাঠে শিলং লাজংয়ের বিরুদ্ধে হারল তারা। প্রথমে পিছিয়ে পড়ার পরে সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। তার পরেও হারতে হয় তাদের। গোটা ম্যাচে গোল করার বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েছিল লাল-হলুদ। কিন্তু দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস, ক্লেটন সিলভাদের ব্যর্থতায় ডুবল দল। পাশাপাশি রক্ষণও খারাপ খেলল। পরিকল্পনা করে ঘরের মাঠে জিতল লাজং। সেমিফাইনালে উঠে গেল তারা। লাজংকে হারাতে পারলে সেমিফাইনাল কলকাতায় খেলতে পারত ইস্টবেঙ্গল। সেই সুযোগ হারাল তারা।

লাজংয়ের বিরুদ্ধে তাদের মাঠে খেলা যে সহজ নয়, তা শুরুতেই বুঝে যায় ইস্টবেঙ্গল। প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করে পাহাড়ের দল। ৮ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় তারা। কর্নার থেকে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণকে দাঁড় করিয়ে রেখে গোল করেন রুডওয়ের। জিকসন সিংহের সামনে থেকে গোল করেন তিনি। দাঁড়িয়ে দেখেন লাল-হলুদে এ বারই যোগ দেওয়া ফুটবলার।

এগিয়ে যাওয়ার পরেও আক্রমণ কমায়নি লাজং। ইস্টবেঙ্গলকে তাদেরই শক্তি সেটপিস থেকে সমস্যায় ফেলে তারা। ২০ মিনিটে ব্যবধান বাড়াতে পারতেন রুডওয়ের। ফ্রি কিক থেকে বল পান তিনি। গোলরক্ষকের সামনে থেকে হেড করেন। বল বারে লেগে বেরিয়ে যায়। কোনও রকমে বাঁচে লাল-হলুদ রক্ষণ।

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে লাজং যে পরিকল্পনা করে নেমেছে তা তাদের খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল। লাল-হলুদের হয়ে আক্রমণ তৈরি করার দুই প্রধান ফুটবলার সাউল ক্রেসপো ও মাদি তালালকে আটকে রেখেছিল তারা। ফলে বেশি বল পাচ্ছিলেন না দিয়ামানতাকোস, ডেভিডরা। ২০ মিনিটের পর থেকে নজর কাড়েন নন্দকুমার। দুই প্রান্ত থেকেই আক্রমণ তুলে আনতে থাকেন তিনি। ২৪ মিনিটের মাথায় নন্দের ক্রস থেকে ফাঁকায় হেড করার সুযোগ পান ডেভিড। যদিও সেটি হেড না করে পা দিয়ে মারলে তিনি ভাল করতেন। হেড করতে গিয়ে বল বারের উপর দিয়ে চলে যায়।

প্রথমার্ধের বাকি সময়ে ইস্টবেঙ্গলকেই বেশি আক্রমণে দেখা যায়। তালাল, ক্রেসপোরা সচল হন। কিন্তু লাজংয়ের রক্ষণ ভাঙা যাচ্ছিল না। ৩৮ মিনিটের মাথায় তালাল গোলরক্ষককে পরাস্ত করে গোল করলেও অফসাইডে তা বাতিল হয়। বাকি সময়ে অনেক চেষ্টা করেও সমতা ফেরাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ১-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় লাজং।

দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকটি বদল করেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। ডিফেন্ডার হিজাজি মাহেরকে তুলে স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভাকে নামান তিনি। তিন জন স্ট্রাইকারে চলে যায় দল। কিন্তু তাতেও খেলার ছবি বদলায়নি। লাজং মাঝমাঠে ফুটবলার বাড়িয়ে রেখেছিল। ফলে দুই প্রান্ত ছাড়া আক্রমণ করার উপায় ছিল না লাল-হলুদের। আক্রমণ করলেও তা গোলে শেষ হচ্ছিল না। সহজ সুযোগ নষ্ট করেন দিয়ামানতাকোস।

ইস্টবেঙ্গল ওপেন ফুটবল শুরু করায় প্রতি আক্রমণ থেকে সুযোগ পেতে শুরু করে লাজংও। ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পায় তারা। কিন্তু গোল করতে পারছিলেন না লাল জার্সিধারীরা। লাজং একমাত্র গোলে এগিয়ে থাকায় তাঁদের যে ফেরার সুযোগ রয়েছে তা জানতেন কুয়াদ্রাত। ফুটবলারদের ক্রমাগত সেই নির্দেশই দিচ্ছিলেন তিনি।

লাজংয়ের মাঠে সমর্থনের অভাব ছিল না। গলা ফাটাচ্ছিলেন সমর্থকেরা। লাজংয়ের পাশাপাশি কিছু লাল-হলুদ সমর্থকও ছিলেন। তাঁরা ক্রমাগত দলকে তাতাচ্ছিলেন। তবে ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, দমে কিছুটা ঘাটতি হচ্ছে তাদের। নইলে যে সময় ইস্টবেঙ্গলকে আক্রমণে জোর আরও বাড়ানো দরকার সেই সময় একের পর এক মিস্ পাস করল তারা। ছন্নছাড়া ফুটবলের খেসারত দিতে হল তাদের।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মনে আশা জাগান নন্দকুমার। রক্ষাকর্তা হয়ে দেখা দেন তিনি। ৭৫ মিনিটের মাথায় বাঁ প্রান্ত ধরে উঠে ক্রস বাড়ান বিষ্ণু। চলতি বলে ডান পায়ের শটে গোল করে সমতা ফেরান নন্দ। গোলের পরে নিজের জার্সি তুলে টি-শার্ট দেখান তিনি। সেখানে আরজি কর-কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবি লেখা ছিল।

কিন্তু বেশি ক্ষণ হাসি স্থায়ী হল না লাল-হলুদ সমর্থকদের মুখে। ৮৩ মিনিটের মাথায় রক্ষণের ভুলে দ্বিতীয় গোল খেতে হল ইস্টবেঙ্গলকে। বক্সের মধ্যে ডিফেন্ডারদের আগে বল ধরে গোল করলেন পরিবর্ত হিসাবে নামা লাজংয়ের ফিগো। ২২ বছরের ফুটবলারকে আটকাতে পারলেন না লাল-হলুদ ডিফেন্ডাররা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাঁরা। দ্বিতীয় বার পিছিয়ে পড়ার পরে আর বেশি ক্ষণ সময় ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও আর সমতা ফেরাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ব্যবধান আরও বাড়ানোর সুযোগ ছিল লাজংয়েরও। কিন্তু তারাও সুযোগ হারায়। তাতে অবশ্য খেলার ফলে বদল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১-২ গোলে হেরে বিদায় নিতে হল ইস্টবেঙ্গলকে।

বুধবার অপর কোয়ার্টার ফাইনালে আর্মি রেডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড। তাদের হয়ে গোল করেন আলবিয়াচ ও গুলেরমো। সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে পাহাড়ের এই দল। সেমিফাইনালে তাদের বিরুদ্ধে আর এক পাহাড়ের দল শিলং লাজং।

অবসরের গুঞ্জন উড়িয়ে ২০২৮ অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছা স্মিথের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বয়স ৩৫ পেরিয়েছে। এই বয়সে অনেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দেন। কেউ কেউ সংস্করণভেদে খেলা চালিয়ে যান।

গুঞ্জন ছিল, অস্ট্রেলিয়ার টি, টোয়েন্টি দলে ব্রাত্য হয়ে পড়া স্টিভেন স্মিথও হয়তো এই সংস্করণকে বিদায় জানিয়ে দেবেন। কিন্তু অবসরের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন স্মিথ। শুধু তা,ই নয়। তিনি জানিয়েছেন, সম্ভব হলে ২০২৮ অলিম্পিকেও খেলবেন।

সর্বশেষ টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া দলে জায়গা হয়নি স্মিথের। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি,টোয়েন্টি লিগগুলোতে এই তারকা ব্যাটসম্যানের কদর একটুও কমেনি।

সম্প্রতি স্মিথের নেতৃত্বেই যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে (এমএলসি) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ওয়াশিংটন ফ্রিডম। গতকাল বিগ ব্যাশ লিগের দল সিডনি সিক্সার্স তাঁর সঙ্গে ৩ বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করেছে। এর অর্থ, কমপক্ষে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলবেন তিনি। এসব লিগে ভালো করতে পারলে আবারও অস্ট্রেলিয়া দলে ডাক পড়তে পারে তাঁর। সেটা হলে খেলতে চান ২০২৮ অলিম্পিকে।

সিডনি সিক্সার্সের সঙ্গে নতুন চুক্তি করার পর স্মিথ বলেছেন, 'আমি আরও ৪ বছর টি,টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলতে পারি। তাই কী হয় তা কেউ বলতে পারে না। এটা এমন একটি সংস্করণ, যেখানে আমি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে খেলতে পারব বলে মনে করি। বিশেষ করে বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। আমি এখানে (বিগ ব্যাশে) ৩ বছরের জন্য চুক্তি করেছি। এরপর মাত্র একটি বছর। অলিম্পিকের অংশ হতে পারলে দারুণ হবে।'

এর আগে অলিম্পিকে ক্রিকেট হয়েছিল একবারই। সেই ১৯০০ সালে। অংশ নিয়েছিল মাত্র দুটি দেশ। প্যারিসে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্বাগতিক ফ্রান্সকে হারিয়ে সোনা জিতেছিল গ্রেট ব্রিটেন। ১২৮ বছর পর লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক দিয়ে ফিরছে ক্রিকেট। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ, একটি করে টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা স্মিথের চোখ এখন নতুন ইতিহাস গড়ার দিকে; ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তনের অলিম্পিকে।

অবসরের গুঞ্জন নিয়ে স্মিথ বলেছেন, 'অবসরের কোনো পরিকল্পনা নেই। এই মুহূর্তে খেলা উপভোগ করছি, বেশ স্বস্তিতে আছি এবং এবারের মৌসুমের দিকে তাকিয়ে আছি।'

গত জানুয়ারিতে ডেভিড ওয়ার্নার টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দেওয়ার পর থেকে ওপেনারের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে স্মিথকে। তবে নতুন পজিশনে খুব একটা ভালো করতে পারেননি। ৮ ইনিংসে করেছেন ১৭১ রান, ব্যাটিং গড় ২৮.৫০, যা তাঁর ক্যারিয়ার গড়ের প্রায় অর্ধেক (৫৬.৯৭)। চার নম্বর পজিশনে সবচেয়ে সফল হলেও হঠাৎ ওপেনিংয়ে উঠে আসায় অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেছেন। ব্যাটিং পজিশন নিয়ে ওঠা বিতর্কের ব্যাপারে স্মিথ বলেছেন, 'আমি যেকোনো জায়গায় ব্যাট করতে পারলেই খুশি। চার নম্বরে ব্যাট করলে এমনও হতে পারে যে প্রথম দুই বল পরেই আমাকে নামতে হচ্ছে। অনেকবারই আমাকে দ্রুত নামতে হয়েছে, নতুন বলের মুখোমুখি হতে হয়েছে।'

ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে শ্রদ্ধা জানাবেন গ্রাহাম থর্পকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ওল্ড ট্রাফোর্ডে সিরিজের প্রথম টেস্টে ইংলিশ ক্রিকেটাররা শ্রদ্ধা জানাবেন কয়েক দিন আগে মারা যাওয়া সাবেক ক্রিকেটার গ্রাহাম থর্পকে। গত ৪ আগস্ট থর্পের স্ত্রী আমান্ডা জানান, আত্মহত্যা করেছেন নিজের সময়ে ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান। পরে জানা যায়, ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান ৫৫ বছর বয়সী থর্প। ধারণা করা হচ্ছে, আত্মহত্যা করতেই ট্রেনের সামনে ঝাপ দিয়েছিলেন থর্প।

খেলা ছাড়ার পর দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেছেন থর্প। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে ইংল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ওলি পোপও সরাসরি ছাত্র ছিলেন থর্পের। আজ ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্ট শুরুর আগে স্টেডিয়ামে বড় পর্দায় থর্পের সম্মানে বানানো ভিডিও দেখানো হবে। এরপর হাততালি দিয়ে থর্পের ক্রিকেট ক্যারিয়ারকে উদ্‌যাপন করা হবে। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা টেস্টের পুরোটা সময় শোকের প্রতীক কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলবেন।

চোটে পড়া মূল অধিনায়ক বেন স্টোকসের জায়গায় প্রথমবার ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিতে যাওয়া পোপ জানালেন থর্পকে কীভাবে শ্রদ্ধা জানাবেন সেটি, 'আমরা পুরো ম্যাচটি কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলব। ম্যাচ শুরুর আগেও শ্রদ্ধা জানানো হবে।'

থর্পের এমন মৃত্যুতে কত বড় ধাক্কা খেয়েছেন ইংলিশ ক্রিকেটাররা, সেটিও বললেন পোপ, 'তাঁর মৃত্যুতে ড্রেসিংরুমের বেশির ভাগ মানুষই বড় ধাক্কা খেয়েছে। কত বড় মানুষ ছিলেন তিনি। দুই-তিন বছর তাঁকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে পেয়েছি। মানুষ হিসেবেও আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।'

থর্পের দেওয়া উপদেশও ভুলতে পারেননি পোপ, 'আমাকে বলা তাঁর একটা কথা আমি সব সময়ই স্মরণ করি, তর্তোমার করা রান দিয়ে যেন ব্যক্তি তোমাকে বিচার করতে না হয়।দ যখন বয়স কম ছিল আমার, ঠিক এ রকম উপদেশই দরকার ছিল। আর এটাই প্রমাণ করে যে তিনি মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন। ড্রেসিংরুমের সবাই তাঁকে পছন্দ করত। তাঁকে হারিয়ে ফেলাটা সবার জন্য বড় ক্ষতি।'

শুধু গ্রাহাম থর্পকে স্মরণই নয়, গত মাসে জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার পেসার জেমস অ্যান্ডারসনকেও সম্মান জানানো হবে। ম্যাচ শুরুর আগে ঘণ্টা বাজাবেন টেস্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এই পেসার। মধ্যাহ্নবিরতির সময় আউটফিল্ডে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় হিসেবে অ্যান্ডারসনের অর্জন উদ্‌যাপন করা হবে।

বিসিবি সভাপতির পদ ছাড়লেন নাজমুল, নতুন সভাপতি ফারুক

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) নাজমুল হাসান, যুগের সমাপ্তি ঘটল। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুমে হয়ে যাওয়া বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় মেইলের মাধ্যমে নাজমুল হাসান পদত্যাগ করেন। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ হয়েছেন নতুন বোর্ড সভাপতি। বিসিবির এক পরিচালক প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা কোনো ক্রিকেটার এই প্রথম বোর্ড সভাপতি হলেন।

২০১২ সালে সরকার,মনোনীত সভাপতি হিসেবে বিসিবির দায়িত্ব নিয়েছিলেন নাজমুল হাসান। ২০১৩ সালের অক্টোবরে হন নির্বাচিত সভাপতি। সেই থেকে নাজমুলই তিন মেয়াদে বিসিবি সভাপতির দায়িত্বপালন করেছেন। আগামী বছরের অক্টোবরে শেষ হওয়ার কথা ছিল নাজমুল হাসানের পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তার আগেই সরে দাঁড়ালেন তিনি।

এর আগে বিসিবি পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন জালাল ইউনুস। বিসিবিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) মনোনীত এই পরিচালক ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। এনএসসি থেকেই তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল।

এনএসসি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সংস্থাটি মনোনীত বিসিবির আরেক পরিচালক আহমেদ সাজ্জাদুল আলমকেও। তাঁর জায়গায় নতুন পরিচালক হয়েছেন ক্রিকেট কোচ ও বিশ্লেষক নাজমূল আবেদীন।

জালাল ইউনুসের শূন্য পদে ফারুক আহমেদকে পরিচালক হিসেবে আনা হয়। এরপর পরিচালনা পর্ষদের ভোটে সভাপতি নির্বাচন করা হয় তাঁকে।

বেড়েছে দল, সূচি তৈরি করবে সফ্‌টওয়্যার, এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফুটবলে বেশ কিছু বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের বার পর্যন্ত যে নিয়মে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হয়েছে এ বার তা হচ্ছে না। এ বার প্রতিযোগিতার নিয়মে বেশ কয়েকটি বদল হতে চলেছে। দলের সংখ্যা বাড়ছে। কে কার বিরুদ্ধে খেলবে তা ঠিক করে দেবে বিশেষ সফ্‌টওয়্যার।

আগের বার পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলত ৩২টি দল। এ বার থেকে খেলবে ৩৬টি দল। সেই ৩৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। অর্থাৎ, প্রতিটি গ্রুপে ৯টি করে দল থাকবে। প্রতিটি দল বাকি আটটি দলের সঙ্গে একটি করে ম্যাচ খেলবে। তার মধ্যে চারটি হোম ও চারটি অ্যাওয়ে ম্যাচ। আগে গ্রুপ পর্বে প্রতিটি দল প্রতিটি দলের বিরুদ্ধে একটি করে গ্রুপ ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলত। এ বার তা হচ্ছে না।

গ্রুপ পর্বের পরে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা আটটি দল সরাসরি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেবে। অর্থাৎ, প্রতিটি গ্রুপ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক দল শেষ ষোলোয় যাবে না। নবম স্থান থেকে ২৪তম স্থানে থাকা দলগুলিকে প্লে-অফ খেলতে হবে। সেখান থেকে আরও আটটি দল জায়গা করে নেবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। গ্রুপ পর্বের থেকে ২৫ থেকে ৩৬ নম্বরে থাকা দলগুলি বিদায় নেবে প্রতিযোগিতা থেকে।

প্রতিযোগিতার সূচি ঠিক করে দেবে একটি বিশেষ সফ্‌টওয়্যার। সেই ঠিক করে দেবে চারটি গ্রুপের প্রতিটিতে কোন ন'টি করে দল থাকবে। কোন দল কার বিরুদ্ধে হোম ও কার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে তা-ও ঠিক করে দেবে সেই সফ্‌টওয়্যার। ২৯ অগস্ট মোনাকোয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সূচি ঘোষণা হবে বলে জানিয়েছে উয়েফা।

৫১৩ কোটি টাকা দেয়নি পিএসজি! উয়েফার দ্বারস্থ এমবাপে

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাক্তন ক্লাব প্যারিস সঁ জরমেঁর বিরুদ্ধে আবার সরব কিলিয়ান এমবাপে। চুক্তি অনুযায়ী বেতন না পাওয়ায় উয়েফার কাছে অভিযোগ করলেন ফ্রান্সের অধিনায়ক। বেতন এবং বোনাস মিলিয়ে ৫ কোটি ৫০ লাখ ইউরো (৫১৩ কোটি টাকার বেশি) দাবি করেছেন এমবাপে।

বেশ কিছু দিন হল রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়েছেন এমবাপে। স্পেনের ক্লাবের হয়ে খেলতে শুরু করে দিলেও নিজের দেশের ক্লাব পিএসজির সঙ্গে সংঘাত মেটেনি এমবাপের। তাঁর মূল অভিযোগ কাতার স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টের বিরুদ্ধে। কারণ এই সংস্থার হাতেই রয়েছে পিএসজির মালিকানা।

উয়েফাকে এমবাপে জানিয়েছেন, চুক্তির শেষ তিন মাস অর্থাৎ এপ্রিল, মে এবং জুনের বেতন পাননি তিনি। তাঁকে দেওয়া হয়নি এথিক্যাল বোনাসও। ফ্রান্সের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুনের মাঝামাঝি এমবাপের এজেন্ট পিএসজিকে বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পিএসজি কর্তৃপক্ষ কিছু জানাননি। এর পর এমবাপের পক্ষ থেকে ফ্রান্সের পেশাদার ফুটবল লিগ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান। অভিযোগ খতিয়ে দেখে সেই কমিটি পিএসজি কর্তৃপক্ষকে

জানায়, ক্লাবের উচিত চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মাসের শেষ দিনের মধ্যে সেই মাসের বেতন ফুটবলারদের দিয়ে দেওয়া। বিষয়টি ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশন এবং উয়েফাকেও জানানো হয়েছিল। এ বার এমবাপে নিজেই পিএসজি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উয়েফার দ্বারস্থ হলেন।

টানা ছ'মরসুম পিএসজির হয়ে খেলেছেন এমবাপে। শেষ দিকে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। ক্লাব সভাপতি নাসের আল-খেলাইফির সঙ্গে প্রকাশ্যে বাদানুবাদেও জড়িয়ে পড়েছিলেন ২৫ বছরের ফুটবলার।

এবার আর্জেন্টাইন ক্লাবের সমর্থকদের পেটাল ব্রাজিলের পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশীয় ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ টুর্নামেন্ট কোপা লিবার্তাদোরেসে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগ ম্যাচ খেলতে ব্রাজিলে গিয়েছিল আর্জেন্টিনার ক্লাব সান লরেঞ্জো। ব্রাজিলের বেলো হরিজেন্তের অ্যারেনা এমআরভি স্টেডিয়ামে স্বাগতিক আতলেতিকো মিনেইরোর মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনার প্রিমেরা ডিভিশনের ক্লাবটি। ফিরতি লেগ ১-০ গোলে হেরে দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ ব্যবধানের হারে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় ঘটেছে সান লরেঞ্জোর। কিন্তু এই ম্যাচের ফল ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ব্রাজিলের পুলিশ। গ্যালারিতে আর্জেন্টিনার ক্লাবটির সমর্থকদের পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করেছে ব্রাজিলের পুলিশ।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, প্রায় এক হাজার সান লরেঞ্জোর সমর্থক ছিলেন গ্যালারিতে। ম্যাচের শেষ দিকে তাঁদের গ্যালারি থেকে বের করতে লাঠিপেটার পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়েছে ব্রাজিলের পুলিশ।

গ্যালারির ভেতরেই মাত্র কয়েক মিটার দূরত্ব থেকে কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোড়া হয়। এই গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশে মাঠেও ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই দলের খেলোয়াড়েরাই তাতে আক্রান্ত হন। মাঠেই কেউ কেউ বমি করেছেন। স্বাগতিক দলের সমর্থকেরাও পুলিশের এই সহিংস আচরণের শিকার হন। স্পেনের সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, নিরাপত্তা ভেস্ট, হেলমেট ও দাঙ্গা ঠেকানোর বর্ম নিয়ে গ্যালারিতে ঢুকেছিল কয়েক ডজন পুলিশ। অন্য সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে এএস জানিয়েছে, গ্যালারিতে 'পেপার স্প্রে'ও (মরিচের গুঁড়া) মেরেছে পুলিশ। টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, গ্যালারিতে পুলিশ আক্রমণ শুরু করায় রেফারি ফেলিপে গঞ্জালেস দ্বিতীয়ার্ধের ৩৫ মিনিটে খেলা বন্ধ করেন। দুই দলের খেলোয়াড়েরা ড্রেসিংরুমে না ফিরে মাঠেই ছিলেন। প্রায় ৬ মিনিট বন্ধ ছিল খেলা। এরপর খেলা শুরু হলেও তখন আর ম্যাচে কারও তেমন মনোযোগ ছিল না। যোগ করা সময়ও বেশি দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, আর্জেন্টিনার সমর্থকদের মধ্যে অন্তত একজন গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং আরেকজন রাবার বুলেটে আহত হন। ব্রাজিলের পুলিশ কেন গ্যালারিতে ঢুকে আর্জেন্টিনার ক্লাবটির সমর্থকদের ওপর সহিংসতা চালাল, তার কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি কোনো সংবাদমাধ্যম। এএস জানিয়েছে, দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে দাঙ্গার কোনো ঘটনা জানা যায়নি। এমনকি সমর্থকদের মাঠে ঢুকে পড়ার ঘটনাও ঘটেনি।

আর্জেন্টিনার সমর্থকদের সঙ্গে ব্রাজিলের পুলিশের সহিংস ঘটনা নতুন কিছু না। গত বছর নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে মারাকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচে ব্রাজিলের পুলিশের সঙ্গে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে তখন স্থানীয় আয়োজকদের কড়া সমালোচনার শিকার হতে হয়। গত বছর কোপা লিবার্তাদোরেস ফাইনালে বোকা জুনিয়র্স ও ফ্লুমিনেন্সের মধ্যকার ম্যাচের আগেও আর্জেন্টিনার সমর্থকদের সঙ্গে সহিংস আচরণ করেছিল রিও ডি জেনিরোর মিলিটারি পুলিশ।

ডোপ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ, তবু নির্বাসিত নন টেনিস খেলোয়াড় সিনার! ক্ষুব্ধ সতীর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেগে গেলেন নিক কিরিয়স এবং ডেনিস শাপোভালভ। ইটালির টেনিস তারকা ইয়ানিক সিনার নির্দোষ প্রমাণিত হতেই রেগে গেলেন তাঁরা। ডোপ পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি সিনার। কিন্তু তার পরেও নির্বাসিত হতে হল না বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকাকে। তা মেনে নিতে পারছেন না কিরিয়সেরা।

মার্চে ইন্ডিয়ান ওয়েলস প্রতিযোগিতায় খেলার সময় সিনারের শরীরে ক্লোস্টেবল নামে একটি পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল। টেনিস তারকার টেস্টস্টেরনে ওই পদার্থ ছিল। বিশ্ব অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (ওয়াডা) ক্লোস্টেবল পদার্থটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক টেনিস ইন্টিগ্রিটি এজেন্সি (আইটিআইএ) সিনারের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তারা জানিয়েছে, ইটালির টেনিস তারকা ইচ্ছাকৃত ভাবে ডোপিং করেননি। তাঁর ফিজিয়োথেরাপিস্ট না জেনে কোনও একটি ওষুধ দিয়েছিলেন, সেটার মধ্যে ক্লোস্টেবল ছিল।

কিরিয়স মনে করেন সিনারকে অন্তত দু'বছরের জন্য নির্বাসিত করে দেওয়া উচিত। ২০২৩ সালে স্টুটগার্ট ওপেনে শেষ বার খেলতে দেখা গিয়েছিল কিরিয়সকে। তিনি বলেন, তজঘন্য বিষয়। জেনে হোক বা না জেনে। দু'বার পরীক্ষা করা হয়েছে। এবং সেখানে স্টেরয়েড জাতীয় নিষিদ্ধ পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। অন্তত দু'বছরের জন্য নির্বাসিত করা উচিত ছিল। ওই ওষুধের ফলে সিনারের খেলতে সুবিধা হয়েছে। শাপোভালভ ২০২১ সালে উইম্বলডনের সেমিফাইনাল খেলেছিলেন। তিনি বলেন, আমার খারাপ লাগছে সেই সব খেলোয়াড়দের জন্য যাঁরা ডোপিংয়ের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন।

সিনার পাশে পেয়েছেন তাঁর কোচকে। সিনারের শরীরে ওই পদার্থ নাকি ঢুকেছে মালিশ করার স্প্রের মধ্যে দিয়ে। কোচ ড্যারেন কাহিল বলেন, তসিনার বুঝতে পেরেছিল কী ভাবে ওর শরীরে ওই নিষিদ্ধ পদার্থ ঢুকেছে। সেই কারণে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সব নিয়ম মানা হয়েছিল বলেই সাময়িক নির্বাসন উঠে গিয়েছে।

২০২২ সালের ইউএস ওপেনের সময় ডোপ করার জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন সিমোনা হালেপ। তাঁকে চার বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল। পরে তা কমিয়ে ন'মাসের করা হয়। এর পরেই সিনারের ছাড় পাওয়ার ঘটনা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। কাহিল বলেন, তদুটো ঘটনা আলাদা। যদিও পুরো বিষয়টা সম্পর্কে আমি খুব ভাল করে জানি না। কিন্তু হালেপ বুঝতেই পারেনি ওর শরীরে কী ভাবে নিষিদ্ধ পদার্থ ঢুকেছিল। সেটা বুঝতে সময় লেগে যায়। কিন্তু সিনারের বিষয়টা আলাদা।দ

সিনারের কোচের দাবি, হালেপের ক্ষেত্রে সময় বেশি লেগেছিল বলে ওরা দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারেনি। সেই কারণেই হালেপকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। যদিও কাহিল স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তিনি হালেপের পুরো বিষয়টা জানেন না।

১৫ অগস্ট সিনারের ডোপিং নিয়ে শুনানি ছিল। সেখানে টেনিস খেলোয়াড় বুঝিয়েছেন, তাঁর এক ফিজিয়ো মালিশ করার সময় একটি স্প্রে ব্যবহার করেছিলেন। একটি চোট সারানোর জন্য ওই স্প্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই স্প্রের মধ্যে ক্লোস্টেবল ছিল। সেটাই সিনারের শরীরে ঢুকে যায়। সিনারের সেই দাবি মেনে নেয় আইটিআইএ। সেই কারণে তাঁকে কোনও শাস্তি দেওয়া হয়নি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**